ত্রৈমাসিক মানবাধিকার প্রতিবেদন

এপ্রিল-জুন ২০২১

প্রকাশকাল: ৯ জুলাই ২০২১

মুখবন্ধ

১৯৯৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকে *অধিকার* জনগণের নাগরিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার রক্ষায় নিরলসভাবে সংগ্রাম করে চলেছে। *অধিকার* বাংলাদেশের মানবাধিকার আন্দোলনকে নিছকই রাষ্ট্রের হাতে মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার 'ব্যক্তি'কে রক্ষার ব্যাপার বলে মনে করে না; বরং ব্যক্তির নাগরিক ও মানবিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লড়াইকে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের আন্দোলন ও সংগ্রামের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য বলে মনে করে। মানবাধিকার সংগঠন হিসেবে *অধিকার* রাষ্ট্রের হাতে সংঘটিত সমস্ত মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাগুলো তুলে ধরে জনগণকে সচেতন করা এবং আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার এর বিষয়ে প্রচারাভিযান চালানো এবং প্রতিবাদ জানানোর বিষয়ে সব সময়ই সচেষ্ট থেকেছে। *অধিকার* দলমত নির্বিশেষে মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার ভিকটিমদের পাশে দাঁড়ায় এবং ভিকটিমদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করে।

অধিকার মানবাধিকার রক্ষার বিষয়ে কাজ করতে যেয়ে ২০১৩ সাল থেকেই বর্তমান সরকার কর্তৃক চরম নিপীড়ন ও হয়রানির সম্মুখিন হচ্ছে। এই প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানবাধিকার কর্মীদের পাঠানো প্রতিবেদন এবং বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত তথ্য-উপাত্তের ওপর ভিত্তি করে ২০২১ সালের এপ্রিল থেকে জুন এই তিন মাসের মানবাধিকার প্রতিবেদনটি তৈরি করা হয়েছে।

অধিকার এর রিপোর্টগুলো দেখতে দেখতে চাইলে অধিকার এর ওয়েভসাইট www.odhikar.org; ফেসবুক Odhikar.HumanRights; ও টুইটর: @odhikar_bd দেখুন।

সূচীপত্র

সারসংক্ষেপ ৪
মানবাধিকার লঙ্ঘনের পরিসংখ্যান: জানুয়ারি-জুন ২০২১ ..... ৮
রাজনৈতিক নিপীড়ন, সভা-সমাবেশে বাধা, হামলা ও ক্ষমতাসীনদলের দুর্বৃত্তায়ন ৯
রাজনৈতিক নিপীড়ন ৯
সভা-সমাবেশে বাধা, হামলা এবং গ্রেফতার ৯
ক্ষমতাসীনদলের দুর্বৃত্তায়ন ১২
অকার্যকর নির্বাচন কমিশন ও নির্বাচনী ব্যবস্থা ১৫
ইউনিয়ন পরিষদ ও অন্যান্য নির্বাচন ১৫
মতপ্রকাশ ও নিবর্তনমূলক আইন এবং সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতা ১৭
নিবর্তনমূলক ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ১৭
সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতা ১৯
রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন, দায়মুক্তি এবং জবাবদিহিতার অভাব ২০
নির্যাতন ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের জবাবদিহিতার অভাব ২০
গুম ২৩
বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড ২৫
কারাগারে মানবাধিকার লঙ্ঘন ২৫
গণপিটুনীতে মানুষ হত্যা ২৬
মৃত্যুদণ্ড ও মানবাধিকার ২৬
নারীর প্রতি সহিংসতা ২৭
ধর্ষণ ২৭
যৌন হয়রানি ২৮
যৌতুক সহিংসতা ২৯
শ্রমিকদের ওপর নিপীড়ন ২৯
শ্রমিকদের গুলি করে হত্যা ৩০
তৈরি পোশাক শিল্পের শ্রমিকদের অবস্থা ৩১
চা শ্রমিকদের নায্য মজুরী মানা হয়নি ৩৩
ইউরোপে পাড়ি জমাতে গিয়ে বাংলাদেশী অভিবাসন প্রত্যাশী নাগরিক উদ্ধার ও আটক অব্যাহত ৩৩
ক্ষুদ্রজাতিগোষ্ঠির নাগরিকদের মানবাধিকার লংঘন ৩৪
অনান্য দেশের সঙ্গে আন্তঃযোগাযোগ ৩৪
বাংলাদেশের ওপর ভারতের আধিপত্য বিস্তার অব্যাহত ৩৪
ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী কর্তৃক মানবাধিকার লংঘন ৩৫
বাংলাদেশে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠি ৩৫
বাংলাদেশের পাসপোর্ট থেকে ‘ইসরায়েলে ছাড়া সব দেশ ভ্রমণ করা যাবে’ কথাটি বাদ দিয়েছে সরকার ৩৭
মানবাধিকার কর্মকাণ্ডে বাধা ৩৮
সুপারিশ ৩৯

সারসংক্ষেপ

১. ২০২১ সালের এপ্রিল থেকে জুন পর্যন্ত সময়ে বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি নিয়ে এই প্রতিবেদনটি প্রস্তুত করা হয়েছে। জনগণের ভোটের অধিকার কেড়ে নিয়ে ক্ষমতায় আসা আওয়ামী লীগ সরকার পরিকল্পিতভাবে দেশের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে দলীয়করণের মাধ্যমে তাদের আজ্ঞাবহ প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেছে এবং এক কর্তৃত্ববাদী শাসনব্যবস্থা চালু করেছে। ফলে এই সময় পর্যন্ত দেশের মানবাধিকার পরিস্থিতির কোন উন্নতি হয়নি। এই প্রতিবেদনটিতে নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার লঙ্ঘনসহ রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন, জীবনের অধিকার থেকে জনগণকে বঞ্চিত করাসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাগুলো পর্যালোচনা করা হয়েছে।

২. এপ্রিল মাসের প্রথম থেকে কোভিড-১৯ সংক্রমণ তীব্র আকার ধারণ করলে এর প্রতিরোধের উপায় হিসেবে ৫ এপ্রিল থেকে বাংলাদেশ সরকার সারা দেশে লকডাউন নীতি গ্রহণ করে। পরবর্তীতে তা শিথিল করা হয় এবং বিভিন্ন মেয়াদে লকডাউনের সময়সীমা বাড়ানো হয়। কিন্তু ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী এলাকাগুলোতে ভারতীয় 'ডেলটা ভেরিয়েন্ট' ছড়িয়ে পড়লে সরকার প্রথম দিকে ১৩টি জেলায় এলাকাভিত্তিক লকডাউন করে। পরবর্তীতে ২২ জুন থেকে ঢাকাকে ঘিরে থাকা ৭টা জেলাকে লকডাউনের আওতায় আনে এবং ২৮ জুন থেকে সারা দেশে 'কঠোর লকডাউনের' ঘোষণা করা হয়। করোনা মহামারী ঘনবসতিপূর্ণ বাংলাদেশে শুধুমাত্র জনস্বাস্থ্যের ওপর প্রভাব ফেলেনি বরং বাংলাদেশের মানুষের অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনযাত্রায় ব্যাপক প্রভাব ফেলেছে। লকডাউন থাকায় দরিদ্র জনগোষ্ঠী বিশেষ করে সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ, দিনমজুর, রিকশাচালক, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা ব্যাপক দুর্ভোগের শিকার হয়েছেন।

৩. এই সময়কালে দেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি ছিল অত্যন্ত উদ্বেগজনক। কর্তৃত্ববাদী শাসন ব্যবস্থার ফলে দেশে বিরোধীদলের নেতা-কর্মী ও ভিন্নমতাবলম্বীদের ওপর দমন-পীড়ন অব্যাহত ছিল। এই সময়ে বিরোধীদলের নেতা-কর্মী ও ভিন্নমতাবলম্বীদের নির্বিচারে গ্রেফতার করা হয়েছে। দুর্নীতিগ্রস্ত এবং অগণতান্ত্রিক সরকারগুলোর প্রচেষ্টাই থাকে জনগণের মত প্রকাশ ও সভা-সমাবেশ করার মত অধিকারগুলো নস্যাৎ করা, যাতে জনগণ এই সব অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে না পারে। শুধুমাত্র মহামারির কারণেই নয়; সরকার ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য বিরোধীদল ও ভিন্নমতাবলম্বীদের সভা-সমাবেশ করার অধিকার কঠোরভাবে দমন করেছে। এই সময়ে বিরোধীদলের বিভিন্ন কর্মসূচীতে বাধা দিয়েছে পুলিশ এবং হামলা করেছে যুবলীগ ও আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগ। এমনকি ঘরোয়া বৈঠক থেকেও বিরোধীদলের নেতা-কর্মীদের আটক করে তথাকথিত নাশকতা করার পরিকল্পনার অভিযোগে মামলা দায়ের করা হয়েছে। ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ ও তার বিভিন্ন অঙ্গ সংগঠনের নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে ভীতি প্রদর্শনের জন্য আগ্নেয়াস্ত্র প্রদর্শন[১], অবৈধ ব্যবসা[২], গণপরিহন থেকে চাঁদা আদায়,[৩] দরিদ্রজনগোষ্ঠির জন্য বরাদ্দকৃত চাল আত্মসাৎ[৪] এবং অবৈধভাবে ঘাট দখল, জমি দখল, চাঁদাবাজি[৫] ও নাগরিকদের ওপর সহিংসতাসহ বিভিন্ন অনৈতিক কর্মকাণ্ডের অভিযোগ রয়েছে। এই সময়ে তারা নিজেদের মধ্যে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট দ্বন্দ্বের কারণে একাধিক সংঘর্ষেও লিপ্ত হয়েছে।

---

[১] প্রথম আলো, ১৩ জুন ২০২১; https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/**শটগান-হাতে-মহড়া-দিলেন-আলীগ-নেতারা**

[২] প্রথম আলো, ২৫ এপ্রিল ২০২১; https://www.prothomalo.com/bangladesh/crime/**মাদকে-কোটিপতি-ছাত্রনেতা**

[৩] প্রথম আলো, ২ এপ্রিল ২০২১; https://www.prothomalo.com/bangladesh/crime/**বছরে-১০-কোটি-টাকা-চাঁদা-তোলেন-সরকারদলীয়রা**

[৪] নয়াদিগন্ত, ১৬ মে ২০২১; https://www.dailynayadiganta.com/barishal/582165/, যুগান্তর ১৯ মে ২০২১; https://www.jugantor.com/country-news/422453/

[৫] মানবজমিন, ১৬ এপ্রিল ২০২১; https://mzamin.com/article.php?mzamin=270406

৪. বর্তমান নির্বাচন কমিশনের অধীনে গত ২১ জুন প্রথম ধাপে দেশের বিভিন্ন জেলায় ২০৪টি ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচন এবং লক্ষীপুর-২ সংসদীয় আসনে উপ-নির্বাচন এবং ঝালকাঠি ও দিনাজপুরের সেতাবগঞ্জ পৌরসভার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচনগুলোতে অধিকাংশ জায়গায় জাল ভোট প্রদান, কেন্দ্র দখল, ভয়ভীতি প্রদর্শন, হামলা ও সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। নির্বাচনী সহিংসতায় ৬ ব্যক্তি নিহত হন।[৬]

৫. এই সময়ে সরকার নাগরিকদের বাক, চিন্তা, বিবেক ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতাকে বাধাগ্রস্ত করার জন্য সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোতে ব্যাপক নজরদারি করে। বিভিন্ন ইস্যুতে সরকারের ব্যর্থতার সমালোচনা করায় এবং বাংলাদেশের ও ভারতের প্রধানমন্ত্রীসহ ক্ষমতাসীনদলের উচ্চ পর্যায়ের ব্যক্তি বা তাঁদের পরিবারের সদস্যদের বিরুদ্ধে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে লেখা বা কোন পোস্টে 'লাইক/শেয়ার' দেয়ার কারণে সরকারের সমালোচনাকারী সাধারণ নাগরিক, বিরোধী রাজনৈতিক কর্মী ও ভিন্নমতাবলম্বীদের বিরুদ্ধে হয়রানিমূলকভাবে নিবর্তনমূলক 'ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ২০১৮' এ মামলা দিয়ে গ্রেফতার করে কারাগারে পাঠানোর ঘটনা ঘটেছে। এছাড়াও ধর্ম এবং ধর্মীয় ব্যক্তিদের সম্পর্কে অবমাননাকর মন্তব্য করার অভিযোগে এই আইনে মামলা দায়ের ও গ্রেফতার করা হয়েছে।

৬. সরকার বিভিন্নভাবে সংবাদ মাধ্যমের ওপর চাপ সৃষ্টি করায় বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদ প্রচার ব্যাহত হয়েছে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সাংবাদিকদের সেল্ফ সেন্সরশিপ প্রয়োগ করতে বাধ্য করা হচ্ছে বলে অভিযোগ রয়েছে।[৭] এই সময়ে পেশাগত দায়িত্ব পালন করতে যেয়ে সাংবাদিকদের ওপর হামলা করা হয়েছে এবং তাঁদের বিরুদ্ধে মিথ্যা ও বানোয়াট মামলা দায়ের করা হয়েছে। এই সময়ে নিবর্তনমূলক ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ২০১৮ ব্যবহার করে সাংবাদিকদের গ্রেফতার করা হয়েছে।

৭. ব্যাপক দায়মুক্তির কারণে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের হাতে নাগরিকদের নির্যাতন এবং মর্যাদাহানিকর আচরণের ঘটনাসহ বিভিন্ন ধরনের মানবাধিকার লংঘনের ঘটনা ঘটেছে। এই সময়ে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের বিরুদ্ধে ক্রসফায়ারে হত্যার ভয় দেখিয়ে টাকা আদায়[৮], পায়ে গুলি, মূল অভিযুক্তের পরিবর্তে নিরাপরাধ নাগরিকদের গ্রেফতার করে জেলে পাঠানো, অপহরণ, হয়রানি, আটক বাণিজ্য এবং চাঁদা আদায়সহ বিভিন্ন অভিযোগ এসেছে। এই সময়ে অন্তরীণ অবস্থায় পুলিশি হেফাজতে নির্যাতন এবং নির্যাতনের কারণে মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে বলে অভিযোগ রয়েছে।

৮. এই সময়ে গুমের ঘটনা অব্যাহত ছিল। গুমের শিকার ব্যক্তিদের মধ্যে যাঁরা ফিরে এসেছেন তাঁরা এই ব্যাপারে কোন কথা বলতে চাননি। এপ্রিল-জুন মাসে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যরা বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

৯. করোনা ভাইরাস এবং কারাগারগুলোতে অতিরিক্ত বন্দি থাকার কারণে এই সময়ে কারাবন্দিরা মানবেতর জীবন যাপন করেছেন এবং চিকিৎসা ব্যবস্থার অপ্রতুলতার কারণে কারাবন্দিদের মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে বলে অভিযোগ রয়েছে। দেশের প্রায় সব কারাগারের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিরুদ্ধে কারাগারে আটক বন্দিদের ওপর নির্যাতনসহ বিভিন্ন ধরনের অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ পাওয়া গেছে।[৯] এই সময়ে খাগড়াছড়ি কারাগারে একজন কারাবন্দিকে নির্যাতন করে হত্যা করা হয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে।[১০]

---

[৬] প্রথম আলো, ২৫ জুন ২০২১; https://epaper.prothomalo.com/?mod=1&pgnum=3&edcode=71&pagedate=2021-6-25

[৭] ডেইলি স্টার, ৫ মে ২০২১; https://www.thedailystar.net/city/news/self-censorship-not-choice-1738813

[৮] প্রথম আলো, ৯ এপ্রিল ২০২১; https://www.prothomalo.com/bangladesh/crime/**ক্রসফায়ারেও-দেওয়া-হতে-পারে-দুই-কোটি-টাকা-বেডি-করেন**

[৯] প্রথম আলো, ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২০; https://en.prothomalo.com/bangladesh/Corruption-in-jails-condoned-by-top-officials

[১০] ডেইলি স্টার, ২৯ মে ২০২১; https://www.thedailystar.net/backpage/news/khagrachhari-jail-prisoner-found-dead-bathroom-2100769

১০. এই সময়ে সারাদেশে গণপিটুনীর ঘটনা ঘটেছে। পুলিশ ও বিচার ব্যবস্থার প্রতি অনাস্থার কারণে সাধারণ জনগণ নিজেদের হাতে আইন তুলে নিচ্ছে এবং গণপিটুনীর মত অপরাধের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে।

১১. বাংলাদেশের ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থায় মৃত্যুদণ্ডের বিধান চালু রয়েছে। মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত বন্দিরা তাঁদের দণ্ড কার্যকর হওয়ার আগ পর্যন্ত নির্জন প্রকোষ্ঠে বছরের পর বছর আটকে থাকেন। একটি গবেষণায় দেখা গেছে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হওয়া ব্যক্তিরা অধিকাংশই দরিদ্র শ্রেণীর।[১১] এই সময়ে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দুজনের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়েছে।

১২. এই সময়ে নারীরা বিভিন্ন ধরনের সহিংসতার শিকার হয়েছেন।[১২] এরমধ্যে ধর্ষণ, যৌন হয়রানি, যৌতুক সহিংসতা এবং পারিবারিক সহিংসতাসহ বিভিন্ন ধরনের ঘটনা রয়েছে। শিশু ধর্ষণের ঘটনা মারাত্মকভাবে বেড়েছে। ক্ষমতাসীনদলের নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে নারীদের ওপর বিভিন্ন ধরনের নিপীড়ন ও সহিংসতা চালানোর অভিযোগ রয়েছে।

১৩. এই সময়ে আনুষ্ঠানিক (ফরমাল) এবং অনানুষ্ঠানিক (ইনফরমাল) এই দুই সেক্টরের শ্রমিকরা বিভিন্নভাবে মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার হয়েছেন। চট্টগ্রামে বিভিন্ন দাবি দাওয়া নিয়ে আন্দোলনরত শ্রমিকদের ওপর পুলিশ গুলি চালালে ৭ জন শ্রমিক নিহত হন।[১৩] শ্রমিকদের না জানিয়ে কারখানা বন্ধ করে দেয়া, শ্রমিক ছাঁটাই ও সেই সঙ্গে বেতন সঠিক সময়ে প্রদান না করার ঘটনায় তৈরি পোশাক শিল্পের শ্রমিকরা বিক্ষোভ করলে পুলিশ তাঁদের ওপর হামলা করেছে। ঝুঁকিপূর্ণ কাজে শিশুরা শ্রমিক হিসেবে কাজ করছে। নির্মাণ শ্রমিকসহ অন্যান্য অনানুষ্ঠানিক (ইনফরমাল) সেক্টরের শ্রমিকদের কোন সুরক্ষার ব্যবস্থা না করেই ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োগ করা হচ্ছে। ফলে বিভিন্ন ধরনের দুর্ঘটনা ঘটছে এবং শ্রমিকরা মারা যাচ্ছেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে শ্রমিক/তাঁদের পরিবার ক্ষতিপূরণ পাচ্ছেন না।

১৪. জীবিকার তীব্র সংকটের কারণে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর বেকার যুবকরা এবং রাজনৈতিক কারণে বিরোধীদলের নেতা-কর্মীরা অত্যন্ত ঝুঁকি নিয়ে মানব পাচারকারীদের খপ্পরে পড়ে দূর্গম পথে বিদেশে পাড়ি দিতে গিয়ে জীবন হারাচ্ছেন অথবা আটক হয়ে মানবেতর জীবনযাপন করছেন।

১৫. বাংলাদেশের ওপর ভারতের আধিপত্য বিস্তারের নানা তৎপরতা অব্যাহত আছে। বঙ্গোপসাগরের মহীসোপানে[১৪] বাংলাদেশের প্রাপ্য অংশকে নিজেদের অংশ দাবি করে জাতিসংঘে ভারত সরকার আপত্তি জানিয়েছে। এছাড়া চট্টগ্রামের মীরসরাইয়ে বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তবর্তী এলাকায় বাংলাদেশের অভ্যন্তরে একটি সড়ক নো-ম্যান্সল্যান্ডে পড়েছে বলে দাবি করে ভারতীয় সীমান্ত রক্ষবিাহিনী বিএসএফ এই সড়কের সংস্কার কাজ বন্ধ করে দিয়েছে। ভারতের সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ'র সদস্যরা এই সময়ে সীমান্তে বাংলাদেশের নাগরিকদের হত্যা ও নির্যাতন করেছে।[১৫]

১৬. এই সময়ে রাখাইনে (আরাকানে) রোহিঙ্গাদের ওপর মানবাধিকার লংঘনের ঘটনা অব্যাহত থাকায় তাঁরা মিয়ানমার থেকে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছেন। নৌকাযোগে মিয়ানমার থেকে বাংলাদেশে আসার পথে নৌকা ডুবে এক রোহিঙ্গা নারী এবং তাঁর দুই শিশু সন্তানের মৃত্যু হয়েছে।[১৬] জাতিসংঘ ও আন্তর্জাতিক

---

[১১] প্রথম আলো, ১৮ জুন ২০২১; https://www.prothomalo.com/bangladesh/**দেশে-মৃত্যুদণ্ডের-আসামিদের-মধ্যে-দরিদ্র-মানুষ-বেশি-গবেষণা**

[১২] ডেইলি স্টার, ৩০ মে ২০২১; https://www.thedailystar.net/city/news/domestic-violence-situation-worsened-due-lockdown-constraints-2101401

[১৩] নিউএইজ, ২২ এপ্রিল ২০২১; https://www.newagebd.net/article/136044/another-worker-dies-taking-death-toll-to-seven

[১৪] পৃথিবীর মহাদেশগুলোর চতুর্দিকে স্থলভাগের যে অংশ অল্প অল্প ঢালু হয়ে সমুদ্রের পানির মধ্যে নেমে গেছে তাকে মহীসোপান বলে।

[১৫] ডেইলি স্টার, ২৯ জুন ২০২১; https://www.thedailystar.net/news/bangladesh/crime-justice/news/bangladeshi-youth-shot-dead-bsf-lalmonirhat-border-2120513

[১৬] ঢাকা ট্রিবিউন, ১২ জুন ২০২১; https://www.dhakatribune.com/bangladesh/rohingya-crisis/2021/06/12/body-of-rohingya-woman-two-children-recovered-from-naf-river

মানবাধিকার সংগঠনগুলোর আপত্তি থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশ সরকার ২০২০ সালের ৪ ডিসেম্বর কক্সবাজারের বিভিন্ন ক্যাম্প থেকে ভাসানচরে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের স্থানান্তর শুরু করে। এই সময়ে জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক সংস্থা ইউএনএইচসিআর এর একটি প্রতিনিধিদল ভাসানচর পরিদর্শনে[১৭] গেলে কয়েক হাজার রোহিঙ্গা শরণার্থী কষ্টে আছেন এবং কক্সবাজার ক্যাম্পে ফিরতে চান জানিয়ে বিক্ষোভ করেন।[১৮] এঁদের মধ্যে একটি দল ইট পাটকেল নিক্ষেপ করে ভাসানচরে ওয়্যার হাউস নামে একটি ভবনের কাঁচ ভাঙচুর[১৯] করলে পুলিশ তাঁদের ওপর লাঠিচার্জ করে। এতে বেশ কয়েকজন রোহিঙ্গা আহত হন।[২০] ইতিমধ্যে ভাসানচর থেকে কিছু রোহিঙ্গা শরণার্থীর পালিয়ে যাওয়ার ঘটনাও ঘটেছে।[২১]

১৭. বাংলাদেশের ই-পাসপোর্ট থেকে 'ইসরায়েল ছাড়া সব দেশ ভ্রমণ করা যাবে' কথাটি বাদ দেয়া হয়েছে। ফলে বাংলাদেশী নাগরিকদের ইসরায়েল ভ্রমনের নিষেধাজ্ঞা আর রইল না। যদিও সরকার বলছে, বাংলাদেশের নাগরিকদের ইসরায়েল ভ্রমণের ওপর নিষেধাজ্ঞা বহাল আছে। বাংলাদেশে নিযুক্ত ফিলিস্তিনের রাষ্ট্রদূত ইউসুফ এস ওয়াই রামাদান এই ব্যাপারে হতাশা প্রকাশ করে বলেন, বাংলাদেশের পাসপোর্টে এই পরিবর্তন এমন এক সময়ে আসলো যখন গাজা ও এর আশেপাশের এলাকায় ইসরায়েলী বাহিনীর নৃশংসতা অব্যাহত আছে।

[১৭] বাংলা ট্রিবিউন. ৩১ মে ২০২১; https://www.banglatribune.com/683183/
[১৮] বাংলা ট্রিবিউন, ৩১ মে ২০২১; https://www.banglatribune.com/683183/
[১৯] যুগান্তর, ১ জুন ২০২১; https://www.jugantor.com/country-news/426689/
[২০] আল জাজিরা, ১ জুন ২০২১; https://www.aljazeera.com/news/2021/6/1/rohingya-protest-against-living-conditions-on-bangladesh-island
[২১] যুগান্তর, ১ জুন ২০২১; https://www.jugantor.com/country-news/426689/

মানবাধিকার লঙ্ঘনের পরিসংখ্যান: জানুয়ারি-জুন ২০২১

জানুয়ারি-জুন ২০২১*								
মানবাধিকার লঙ্ঘনের ধরন		জানুয়ারি	ফেব্রুয়ারি	মার্চ	এপ্রিল	মে	জুন	মোট
বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড	ক্রসফায়ার	২	৭	৩	১	৬	১	২০
	নির্যাতনে মৃত্যু	১	০	০	২	১	০	৪
	গুলিতে নিহত	০	০	২১	৯	০	০	৩০
	মোট	৩	৭	২৪	১২	৭	১	৫৪
গুম		১	০	১০	১	০	৪	১৬
কারাগারে মৃত্যু		৩	৪	৩	৬	৫	৭	২৮
মৃত্যুদণ্ড	মৃত্যুদণ্ডাদেশ	৪০	৫৬	৫৬	০	০	০	১৫২
	মৃত্যুদণ্ড কার্যকর	০	০	০	০	০	২	২
বিএসএফ কর্তৃক মানবাধিকার লঙ্ঘন	বাংলাদেশী নিহত	১	০	১	১	০	১	৪
	বাংলাদেশী আহত	২	২	০	০	২	১	৭
	মোট	৩	২	১	১	২	২	১১
সাংবাদিকদের ওপর আক্রমণ	নিহত	০	১	০	০	০	০	১
	আহত	০	১	২	১২	৫	৩	২৩
	লাঞ্ছিত	৬	৩	২	৪	১	০	১৬
	আক্রমণ	০	৬	৬	২	১	২	১৭
	হুমকির সম্মুখীন	০	০	২	৪	০	০	৬
	মোট	৬	১১	১২	২২	৭	৫	৬৩
রাজনৈতিক সহিংসতা	নিহত	১০	৯	১১	৮	১২	১২	৬২
	আহত	৭১৯	৬০০	৮৭০	৩৮২	৩৪১	৫২৭	৩৪৩৯
নারীর ওপর যৌতুক সহিংসতা		৯	১২	২২	২১	১৯	১৮	১০১
ধর্ষণ	মেয়ে শিশু (১৮ বছরের নিচে)	৬৭	৪৭	৭৫	৯২	৭৪	৭৩	৪২৮
	প্রাপ্ত বয়স্ক নারী	৪১	৪৭	৪৮	৫৯	৫২	৪২	২৮৯
	বয়স জানা যায়নি	২	৫	০	৪	৩	৫	১৯
	মোট	১১০	৯৯	১২৩	১৫৫	১২৯	১২০	৭৩৬
যৌন হয়রানীর শিকার		১১	৮	৯	১২	৮	১০	৫৮
এসিড সহিংসতা		৪	১	৪	৬	১	২	১৮
গণপিটুনীতে মৃত্যু		২	১	১	৭	৪	৫	২০
ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ২০১৮-এ গ্রেফতার	প্রধানমন্ত্রী, সরকারের উচ্চ পর্যায়ের ব্যক্তি, তাঁদের পরিবারের সদস্য এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বিরুদ্ধে সমালোচনামূলক পোস্ট/শেয়ার/কমেন্ট করার কারণে	২	৩	১০	৪১	৫	৩	৬৪
	ধর্ম এবং ধর্মীয় ব্যক্তিদের কটুক্তি করার কারণে	০	০	৪	৩	১	০	৮

* অধিকার ডকুমেন্টেশন

রাজনৈতিক নিপীড়ন, সভা-সমাবেশে বাধা, হামলা ও ক্ষমতাসীনদলের দুর্বৃত্তায়ন

রাজনৈতিক নিপীড়ন

১. এই সময়ে আওয়ামী লীগ সরকার বিরোধীদল, সংগঠন ও ভিন্নমতাবলম্বীদের ওপর ব্যাপক দমন-পীড়ন চালায়। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বাংলাদেশ সফরের বিরোধীতাকে কেন্দ্র করে ২৬ মার্চ থেকে ২৮ মার্চ হেফাজতে ইসলামীর নেতাকর্মীদের সঙ্গে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্য ও ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনায় পুলিশ ১৫৪টি মামলা দায়ের করে। মামলা দায়েরের সময় পুলিশ বিপুল সংখ্যক অজ্ঞাতনামা ব্যক্তিকে আসামি করে পরবর্তীতে যে কোন ব্যক্তিকে মামলায় জড়িয়ে দেয়ার ব্যবস্থা রাখে। মামলা দায়েরের পর থেকে পুলিশ গণগ্রেফতার চালিয়ে হেফাজতে ইসলামসহ বিরোধীদলের ১,২৩০ জন নেতা-কর্মীকে আটক করে।[২২] এছাড়াও মোদীর বাংলাদেশে আগমনের বিরোধীতা করে সভা-সমাবেশ করায় বাংলাদেশ ছাত্র, যুব ও শ্রম অধিকার পরিষদের ৫৩ জন নেতা-কর্মীকেও গ্রেফতার করা হয়[২৩] এবং তাঁদের আদালতের মাধ্যমে রিমান্ডে নেয়া হয়। গ্রেফতারকৃতদের রিমান্ডে নিয়ে নির্যাতন করা হয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে।[২৪]

নরেন্দ্র মোদির বাংলাদেশ সফরের প্রতিবাদে মতিঝিলে বাংলাদেশ ছাত্র ও যুব অধিকার পরিষদের বিক্ষোভ মিছিল। ছবি: প্রথম আলো, ১৫ এপ্রিল ২০২১

সভা-সমাবেশে বাধা, হামলা এবং গ্রেফতার

২. কর্তৃত্ববাদী সরকার কর্তৃক এপ্রিল থেকে জুন এই তিনমাসে বিরোধীদল ও ভিন্নমতাবলম্বীদের সভা-সমাবেশ করার অধিকার সংকুচিত করা অব্যাহত ছিল। এই সময়ে ফিলিস্তিনে ইসরাইলি নৃশংসতার প্রতিবাদে অনুষ্ঠিত মিছিলে পুলিশ হামলা চালিয়ে নেতা-কর্মীদের গ্রেফতার করেছে। এমনকি ঘরোয়া বৈঠক থেকেও

[২২] নিউ এজ, ২৮ মে ২০২১; http://www.newagebd.net/article/138993/1230-hefazat-people-arrested-in-2-months

[২৩] প্রথম আলো, ১৫ এপ্রিল ২০২১; https://www.prothomalo.com/politics/**মোদিবিরোধী-বিক্ষোভে-নুরুলের-সংগঠনের-৫৩-জন-গ্রেপ্তার**

[২৪] যুগান্তর, ১৫ এপ্রিল ২০২১; https://www.jugantor.com/politics/411875/

বিরোধীদলের নেতা-কর্মীদের আটক করে তথাকথিত নাশকতা করার পরিকল্পনার অভিযোগে মামলা দায়ের করেছে।[২৫] বিরোধীদলের বিভিন্ন কর্মসূচিতে বাধা দিয়েছে পুলিশ এবং হামলা করেছে যুবলীগ ও আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগ। পুলিশের হামলায় বিরোধীদলের এক নেতা পরে মারা যান।

৩. স্বাধীনতা দিবসে (২৬ মার্চ) দেশের কয়েকটি জায়গায় শান্তিপূর্ণ মিছিলে গুলি চালিয়ে হত্যাকাণ্ড ঘটানোর প্রতিবাদে বিএনপি এক বিক্ষোভ কর্মসূচি ঘোষণা করে। ২৯ মার্চ খুলনায় বিএনপি কার্যালয়ের সামনে এই কর্মসূচি চলাকালে পুলিশ সেখানে হামলা চালালে ২০ জন আহত হন। এঁদের মধ্যে পুলিশের লাঠির আঘাতে ৩১ নং ওয়ার্ড বিএনপি'র নেতা বাবুল কাজী মাথায় মারাত্মক আঘাতপ্রাপ্ত হন। এরপর গত ১১ এপ্রিল চিকিৎসাধীন অবস্থায় খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে বাবুল কাজী মারা যান।[২৬]

খুলনা মহানগরীর ৩১নং ওয়ার্ড বিএনপি নেতা মো. বাবুল কাজী (৬০)। ছবি: মানবজমিন, ১৩ এপ্রিল ২০২১

৪. গত ২ মে নাটোরের বড়াইগ্রাম উপজেলায় একটি মাদ্রাসা থেকে পুলিশ ইসলামী ছাত্র শিবিরের ৫ জন নেতা-কর্মীকে গ্রেফতার করে।[২৭] গত ৩ মে সিরাজগঞ্জ জেলার উল্লাপাড়ার ঝিকড়া মহল্লায় নারীসহ জামায়াতে ইসলামী ও ইসলামী ছাত্র শিবিরের ৮ জন নেতা-কর্মীকে পুলিশ গ্রেফতার করে। এঁদের সবার বিরুদ্ধে এলাকায় নাশকতা সৃষ্টির লক্ষ্যে গোপন বৈঠক করার অভিযোগে মামলা দায়ের করেছে পুলিশ।[২৮]

৫. গত ১৯ মে নাটোর শহরে ফিলিস্তিনে ইসরাইলি নৃশংসতার প্রতিবাদে জামায়াতে ইসলামী একটি মিছিল বের করলে পুলিশ মিছিলের ওপর হামলা করে এবং ১৭ জন নেতা-কর্মীকে আটক করে।[২৯] একই দিনে কুষ্টিয়ায়ও ফিলিস্তিনে ইসরাইলি নৃশংসতার প্রতিবাদে জামায়াতে ইসলামী একটি মিছিল বের করে। মিছিলের পর থেকেই পুলিশ নেতা-কর্মীদের বাড়িতে অভিযান চালাতে থাকে এবং ২৪ জন নেতা-কর্মীকে গ্রেফতার করে। গ্রেফতারকৃতদের বিরুদ্ধে নাশকতার ষড়যন্ত্রের অভিযোগে মামলা দায়ের করা হয়। এছাড়া পুলিশ কুষ্টিয়ার বিভিন্ন জায়গা থেকে বিএনপির ৫ জন নেতা-কর্মীকেও গ্রেফতার করে।[৩০]

৬. গত ৩১ মে বিএনপি'র প্রতিষ্ঠাতা সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে অসহায় দরিদ্র মানুষের মধ্যে খাবার বিতরণসহ বিভিন্ন কর্মসূচিতে পুলিশ বাধা দেয় এবং আওয়ামী লীগ সমর্থিত

[২৫] যুগান্তর, ৫ মে ২০২১; https://www.jugantor.com/todays-paper/bangla-face/418484
[২৬] মানবজমিন, ১৩ এপ্রিল ২০২১; https://mzamin.com/article.php?mzamin=269983&cat=9/
[২৭] বাংলাদেশ প্রতিদিন, ৫ মে ২০২১; https://www.bd-pratidin.com/country-village/2021/05/05/646351
[২৮] যুগান্তর, ৫ মে যুগান্তর ২০২১; https://www.jugantor.com/todays-paper/bangla-face/418484
[২৯] নয়াদিগন্ত, ১৯ মে ২০২১; https://www.dailynayadiganta.com/politics/582818/
[৩০] নয়াদিগন্ত, ২১ মে ২০২১; https://www.dailynayadiganta.com/more-news/583150/

যুবলীগ এবং ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা হামলা করে। বরিশাল জেলার গৌরনদীতে বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে মিলাদ মহফিলে অংশ নিতে আসা নেতা-কর্মীদের যুবলীগ ও ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা ধাওয়া দিয়ে ছত্রভঙ্গ করে দেয়। একই দিনে টাঙ্গাইল পৌর উদ্যানে জেলা বিএনপি'র উদ্যোগে অসহায় গরিব ও পথশিশুদের মধ্যে খাবার বিতরণ করার সময় পুলিশ বাধা দেয়।[৩১] নড়াইলে এতিমদের জন্য রান্না করা খাবার পুলিশ তুলে নিয়ে যায় বলে বিএনপি অভিযোগ করেছে।[৩২] গত ১ জুন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি এলাকায় জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল আয়োজিত অসহায় ছিন্নমূলদের মধ্যে খাবার এবং শিক্ষা সামগ্রী বিতরণ কর্মসূচিতে আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সভাপতি মিজানুর রহমান পিকুলের নেতৃত্বে একদল দুর্বৃত্ত হামলা চালায়। এই ঘটনায় কেন্দ্রীয় ছাত্রদলের সভাপতি ফজলুর রহমান খোকনসহ ২০ জন নেতা-কর্মী আহত হন।[৩৩]

আহত ঢাবি ছাত্রদল কর্মী। ছবি: মানবজমিন, ১ জুন ২০২১

টিএসসি এলাকায় ছাত্রদল কর্মীদের ওপর হামলা চালানো হয়। ছবি: প্রথম আলো, ১ জুন ২০২১

৭. বরিশাল নগরীর রূপাতলী এলাকায় সড়ক ও ড্রেন সংস্কার এবং জলাবদ্ধতা নিরসনের দাবিতে বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (বাসদ) গত ১৪ জুন রূপাতলী বাস টার্মিনাল গোল চত্বরে বিক্ষোভ সমাবেশ করার সময় মহানগর আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক জাহিদুর রহমান মনির মোল্লা ও তার ভাই ২৫ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলার জাকির মোল্লার নেতৃত্বে একদল দুর্বৃত্ত সমাবেশে হামলা চালায়। এই হামলায় বাসদের ১০ নেতা-কর্মী আহত হন।[৩৪]

বরিশালে সড়ক সংস্কার ও জলাবদ্ধতা নিরসনের দাবিতে বাসদের বিক্ষোভ। ছবি: প্রথম আলো; ১৪ জুন ২০২১

[৩১] যুগান্তর, ৩১ মে ২০২১; https://www.jugantor.com/todays-paper/bangla-face/426294/
[৩২] বাংলা ট্রিবিউন, ৩১ মে ২০২১; https://www.banglatribune.com/683235/
[৩৩] মানবজমিন, ১ জুন ২০২১; https://mzamin.com/article.php?mzamin=276322&cat=1/
[৩৪] প্রথম আলো, ১৪ জুন ২০২১; https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/**বরিশালে-সড়ক-সংস্কার-দাবিতে-আয়োজিত-মানববন্ধনে-আলীগ-নেতার-হামলা**

বরিশালে বাসদের সড়ক সংস্কার ও জলাবদ্ধতা নিরসনের দাবিতে আয়োজিত মানববন্ধনে নগরের রুপাতলী বাস টার্মিনাল এলাকায় ব্যানার ছিঁড়ে ফেলছেন মহানগর আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক জাহিদুর রহমান মনির মোল্লা। ছবি: প্রথম আলো; ১৪ জুন ২০২১

ক্ষমতাসীনদলের দুর্বৃত্তায়ন

৮. জনগণের ভোটের অধিকার কেড়ে নিয়ে প্রহসনমূলক নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে ক্ষমতা কুক্ষিগত করে এবং রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলো ধ্বংস করার মধ্যে দিয়ে এক কর্তৃত্ববাদী শাসন ব্যবস্থা কায়েম করেছে আওয়ামী লীগ। এই অবস্থায় দেশের প্রতিটি সেক্টরে দুর্বৃত্তায়ন ভয়াবহ রূপ নিয়েছে এবং নাগরিকরা সহিংসতার শিকার হয়েছেন। ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ ও তার বিভিন্ন অঙ্গ সংগঠনের নেতা-কর্মীরা এই সমস্ত দুর্বৃত্তায়নের সঙ্গে জড়িত বলে অভিযোগ রয়েছে। এই সময়ে তারা নিজেদের মধ্যে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট দ্বন্দ্বের কারণে একাধিক সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছে। ক্ষমতাসীন দলের নেতা-কর্মীদের কাছে আগ্নেয়াস্ত্রসহ বিভিন্ন মারণাস্ত্র রয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে, যা বিভিন্ন সময়ে প্রকাশ্যে বহন করে ভয়ভীতি প্রদর্শন ও ব্যবহার করতে দেখা গেছে।[৩৫] নির্বাচনে ক্ষমতাসীনদলের প্রার্থীকে ভোট না দেয়ায় ভোটারদের অর্ধশত বাড়ি ভাংচুর করে লুটপাট চালানোর অভিযোগ রয়েছে ক্ষমতাসীনদলের নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে।[৩৬] এছাড়া এই তিন মাসে নৌ-পথে দুটি ভয়াবহ দুর্ঘটনায় অনেক মানুষের মৃত্যু হয়। এই দুটি দুর্ঘটনা ক্ষমতাসীনদলের নেতাদের দুবৃর্ত্তায়ন ও দায়মুক্তির কারণে ঘটেছে বলে অভিযোগ রয়েছে।

৯. **চলতি বছরের এপ্রিল থেকে জুন পর্যন্ত সময়ে রাজনৈতিক সহিংসতায় কমপক্ষে ৩২ জন নিহত ও ১২৫০ জন আহত হয়েছেন। এই তিন মাসে আওয়ামী লীগের ৯৬টি এবং বিএনপি'র ০১টি অভ্যন্তরীণ সংঘাতের ঘটনা রেকর্ড করা হয়েছে। আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরীণ সংঘাতে ১৩ জন নিহত ও ৭১১ জন আহত হয়েছেন। এছাড়া বিএনপি'র অভ্যন্তরীণ সংঘাতে ১৬ জন আহত হয়েছেন।**

[৩৫] প্রথম আলো, ১৩ জুন ২০২১; https://en.prothomalo.com/bangladesh/local-news/al-leaders-display-firearms-in-pabna-public-works-office

[৩৬] প্রথম আলো, ১৬ এপ্রিল ২০২১; https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/**সেই-কালকিনিতে-নৌকায়-ভোট-না-দেওয়ায়-অর্ধশত-বাড়িতে-ভাঙচুর-লুটপাট**

১০. গত ১০ এপ্রিল গাইবান্ধা জেলা শহরের নারায়ণপুর এলাকায় জেলা আওয়ামী লীগের উপ-দপ্তর সম্পাদক মাসুদ রানার বাড়িতে আটকাবস্থায় হাসান আলী নামে এক ব্যক্তি মারা গেছেন। দাদনের[৩৭] টাকা পরিশোধ না করায় হাসান আলীকে মাসুদ রানা আটক করে এনে এক মাস ধরে তার বাসায় বন্দি করে রাখে। এই ঘটনায় হাসান আলীর স্ত্রী বীথি বেগম সদর থানায় মাসুদ রানাসহ তিনজনকে অভিযুক্ত করে মামলা দায়ের করেন। মামলার এজাহারে বীথি বেগম অভিযোগ করেন, দাদনের টাকা আদায়ের জন্য গত ৫ মার্চ মাসুদ রানা হাসান আলীকে তুলে নিয়ে যায়। স্বামীকে উদ্ধারে ওই দিন সন্ধ্যায় গাইবান্ধা সদর থানায় তিনি লিখিত অভিযোগ করলে সদর থানার পরিদর্শক (তদন্ত) মজিবুর রহমান ও এসআই মোশারফ হোসেনসহ তিনজন মাসুদের বাড়ি থেকে তাঁর স্বামীকে থানায় নিয়ে আসে। সবার উপস্থিতিতে পুলিশ পরিদর্শক মজিবুর রহমান তাঁর স্বামীকে দাদনের টাকা আদায়ের জন্য থানা থেকে মাসুদের জিম্মায় দিয়ে দেয়। এরপর মাসুদ তার বাড়িতে হাসান আলীকে আটকে রেখে নির্যাতন করে হত্যা করে।[৩৮]

১১. গত ৩১ মার্চ মাদারীপুর জেলার কানকিনি পৌরসভার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচনে আওয়ামী লীগের মনোনীত মেয়র প্রার্থী এস এম হানিফের প্রতীক নৌকাতে ভোট না দেয়ায় গত ১৫ এপ্রিল পৌরসভার ৫ নম্বর ওয়ার্ডের বিভাগদী এলাকায় আওয়ামী লীগের সমর্থকরা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে হামলা চালিয়ে অর্ধশত বাড়িঘর ভাঙ্গচুর করে এবং লুটপাট চালায়। এই ঘটনায় ১০ জন আহত হন। উল্লেখ্য, গত ৬ ফেব্রুয়ারি আওয়ামী লীগের বিদ্রোহী মেয়র প্রার্থী মসিউর রহমান নির্বাচনী প্রচারণা চালানোর সময় পুলিশ তাঁকে তুলে নিয়ে গেলে তিনি নিখোঁজ হন। নিখোঁজের ১১ ঘন্টা পর তিনি নিজ বাড়িতে ফিরে আসেন।[৩৯]

মাদারীপুরের কালকিনি পৌর এলাকার বিভাগদী এলাকায় পৌর নির্বাচনে নৌকায় ভোট না দেওয়ায় ভোটারদের বসতঘরে হামলা ও ভাঙচুর। ছবি: প্রথম আলো, ১৬ এপ্রিল ২০২১

[৩৭] কোন ব্যক্তি কোন ব্যবসায়িক চুক্তি হিসেবে কোন কিছু অগ্রিম দিলে তাকে দাদন বলা হয়

[৩৮] প্রথম আলো, ১০ এপ্রিল ২০২১; https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/**আওয়ামী-লীগ-নেতার-বাসায়-ব্যবসায়ীর-ঝুলন্ত-লাশ**

[৩৯] প্রথম আলো, ১৬ এপ্রিল ২০২১; https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/**সেই-কালকিনিতে-নৌকায়-ভোট-না-দেওয়ায়-অর্ধশত-বাড়িতে-ভাঙচুর-লুটপাট**

১২. গত ৬ এপ্রিল নারায়ণগঞ্জ থেকে মুন্সীগঞ্জের উদ্দেশ্যে ছেড়ে যাওয়া এম এল সাবিত আল হাসান নামে একটি লঞ্চকে মালবাহি জাহাজ এসকেএল-৩ (কার্গো) পেছন থেকে ধাক্কা দিয়ে ডুবিয়ে দিলে ৩৪ জন যাত্রী নিহত হন। মালবাহি জাহাজটির মালিক বাগেরহাট-২ আসনের আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্য শেখ সারহান নাসের তন্ময়। ২০২১ সালের ১৮ মার্চ এসকেএল-৩ কার্গো জাহাজটির রেজিস্ট্রেশন দেয় ডিপার্টমেন্ট অব শিপিং। তবে কার্গো জাহাজটিকে নৌপথে চলাচলের জন্য অনুমোদন দেয়া হয়নি। অনুমোদন না পাওয়া পর্যন্ত জাহাজটির ডকইয়ার্ডেই থাকার কথা।[৪০] কিন্তু সরকারি বিধি নিষেধ উপেক্ষা করে জাহাজটিকে ডকইয়ার্ড থেকে বের করে আনা হয় এবং তা নৌপথে চলাচল শুরু করে। ফলে বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটায় এই কার্গোটি। এই ঘটনায় ডুবে যাওয়া লঞ্চের কেরানী মঞ্জুরুল ইসলাম সদর, বন্দর এবং নৌ থানায় মামলা করতে গেলে পুলিশ মামলা নেয়নি। পরে বিআইডব্লিউটি'র ভারপ্রাপ্ত উপপরিচালক বাবু লাল বৈদ্য বাদী হয়ে একটি মামলা দায়ের করেন। কিছুদিন পর পুলিশ জাহাজটিকে আটক করে এবং ১৪ জনকে গ্রেফতার করে। কিন্তু গত ২০ মে নারায়ণগঞ্জ জেলা ও দায়রা জজ আদালত গ্রেফতারকৃত ১৪ জনকে জামিন দেন ও ২৩ মে সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ১ কোটি ৮৫ লাখ টাকা বন্ডে জাহাজটি মালিকের জিম্মায় দেয়ার আদেশ দেন। তবে মামলার বাদী বিআইডব্লিউটির ভারপ্রাপ্ত উপপরিচালক বাবু লাল বৈদ্য আসামীদের জামিন ও জাহাজ জিম্মায় দেয়ার বিষয়ে কিছুই জানেন না বলে জানান।[৪১]

১৩. গত ৬ জুন পাবনা গণপূর্ত অধিদপ্তরে যান পাবনা সদর উপজেলা আওয়ামী লীগের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিষয়ক সম্পাদক ফারুক হোসেন। এই সময়ে তাঁর পেছনে পৌর আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক এ আর খান এবং জেলা যুবলীগের আহ্বায়ক কমিটির সদস্য শেখ লালুকে শটগান হাতে পাবনা গণপূর্ত অধিদপ্তরে ঢুকতে দেখা যায়। গণপূর্ত অধিদপ্তরের কয়েকজন ঠিকাদার জানান, বেশ কিছুদিন ধরেই আওয়ামী লীগের কয়েকজন নেতা পাবনা গণপূর্ত অধিদপ্তরে প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করছেন। নিজেদের দাপট দেখাতেই তাঁরা প্রকাশ্যে অস্ত্র হাতে এই মহড়া দেন।[৪২] এর আগেও ফারুক হোসেন সরকারি বিভিন্ন দপ্তরে মহড়া দিয়েছেন এবং কর্মকর্তাদের কয়েকবার লাঞ্ছিত করেছেন বলে অভিযোগ রয়েছে।[৪৩]

[৪০] প্রথম আলো, ৭ এপ্রিল ২০২১; https://epaper.prothomalo.com/?mod=1&pgnum=4&edcode=71&pagedate=2021-4-7
[৪১] প্রথম আলো, ২৫ মে ২০২১; https://epaper.prothomalo.com/?mod=1&pgnum=6&edcode=71&pagedate=2021-5-25
[৪২] প্রথম আলো, ১৩ জুন ২০২১; https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/**শটগান-হাতে-মহড়া-দিলেন-আলীগ-নেতারা**
[৪৩] প্রথম আলো, ১৬ জুন ২০২১; https://www.prothomalo.com/bangladesh/**কর্মকর্তাদের-লাঞ্ছিত-করা-তাঁর-অভ্যাস**

গণপূর্ত ভবনে ঢুকছেন পাবনা সদর উপজেলা আওয়ামী লীগের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিষয়ক সম্পাদক ফারুক হোসেন (গোলাপি পাঞ্জাবি), তাঁর পেছনে অস্ত্র হাতে পৌর আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক এ আর খান (সাদা শার্ট)। তাঁর পেছনে আরেকটি অস্ত্র হাতে জেলা যুবলীগ নেতা শেখ লালু (ডোরাকাটা গেঞ্জি)। ছবি: প্রথম আলো ১২ জুন ২০২১

অকার্যকর নির্বাচন কমিশন ও নির্বাচনী ব্যবস্থা

১৪. বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হয়ে গেছে। অকার্যকর নির্বাচন ব্যবস্থার ফলে একদিকে যেমন জনগণের ভোটে নির্বাচিত জাতীয় সংসদ নাই; অন্যদিকে স্বাধীনভাবে স্থানীয় সরকার প্রতিনিধি নির্বাচন করার অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন জনগণ। নির্বাচন ব্যবস্থার এই করুণ অবস্থার জন্য শুধু ক্ষমতাসীনদলের দখলদারিত্বই নয়, নির্বাচন কমিশনের অদক্ষতা এবং রাজনৈতিক পক্ষপাতিত্বমূলক আচরণও অন্যতম কারণ। কে এম নুরুল হুদার নেতৃত্বাধীন বর্তমান নির্বাচন কমিশন তার পূর্বের নির্বাচন কমিশনের মতই সরকারের আজ্ঞাবহ প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করার ফলশ্রুতিতে নির্বাচনগুলো প্রহসনে পরিণত হয়েছে এবং জনগণের আস্থা হারিয়েছে। বাংলাদেশ জাতিসংঘের নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার বিষয়ক আন্তর্জাতিক চুক্তি (আইসিসিপিআর) অনুস্বাক্ষরকারী দেশ। এই চুক্তির ২৫(খ) অনুচ্ছেদে সার্বজনীন ও সমভোটাধিকারের ভিত্তিতে এবং নির্বাচকদের অবাধে মতপ্রকাশের নিশ্চয়তা প্রদানের মাধ্যমে গোপন ব্যালটে নির্দিষ্ট সময়ান্তরে অনুষ্ঠিত সুষ্ঠু নির্বাচনে ভোট দান করা ও নির্বাচিত হওয়ার কথা বলা হয়েছে।

ইউনিয়ন পরিষদ ও অন্যান্য নির্বাচন

১৫. এই নির্বাচন কমিশনের অধীনে ২০২১ সালে সারা দেশে ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। পাশাপাশি এই সময়ে জাতীয় সংসদের একটি উপনির্বাচন ও পৌরসভার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। নির্বাচনের আগে থেকেই বিভিন্ন ইউনিয়নে সংঘর্ষ এবং প্রার্থীদের হুমকি ও কার্যালয় ভাংচুরের ঘটনা ঘটলেও নির্বাচন কমিশন এই ব্যাপারে কোন ব্যবস্থা নেয়নি।

১৬. গত ২১ জুন প্রথম ধাপে দেশের বিভিন্ন জেলায় ২০৪টি ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া একই দিনে লক্ষীপুর-২ সংসদীয় আসনে উপ-নির্বাচন এবং ঝালকাঠি ও দিনাজপুরের সেতাবগঞ্জ পৌরসভার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। জাল ভোট, কেন্দ্র দখল, হামলা ও সংঘর্ষের মধ্যে দিয়ে এই নির্বাচনগুলো অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচনগুলো বিরোধীদল বিএনপি ও বামজোটসহ অন্যান্য বিরোধীদলগুলো বর্জন করলে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ এবং আওয়ামী লীগের বিদ্রোহী প্রার্থীরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। কিছু কিছু জায়গায় ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের আজ্ঞাবহ দল জাতীয় পার্টি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। এই সময়ে নির্বাচনী সহিংসতায় ৬ জন নিহত হয়েছেন।[৪৪]

১৭. ভোটকেন্দ্র দখলকে কেন্দ্র করে লক্ষীপুর জেলার তোরাবগঞ্জ ইউনিয়নের উত্তর চরপাগলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভোটকেন্দ্রে আওয়ামী লীগ মনোনীত চেয়ারম্যান প্রার্থী মির্জা আশরাফুল জামাল রাসেল এবং আওয়ামী লীগের বিদ্রোহী চেয়ারম্যান প্রার্থী ফয়সাল আহমেদ রতনের সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটলে ১৫ জন আহত হন।[৪৫] ভোলার চরফ্যাশন উপজেলার হাজারীগঞ্জ ইউনিয়নের ৫ নম্বর ওয়ার্ডের সদস্য প্রার্থী ইয়াসিন মাঝি ও ইউসুফ সিকদারের সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষ বাধলে গুলিবিদ্ধ হয়ে ইয়াসিন মাঝির সমর্থক মোহাম্মদ মনিরুল ইসলাম নিহত হন।[৪৬] বরিশালের গৌরনদী উপজেলার ১ নম্বর খাঞ্জাপুর ইউনিয়নে ৯ নম্বর ওয়ার্ডের কমলাপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভোটকেন্দ্রে জালভোট দেয়াকে কেন্দ্র

[৪৪] প্রথম আলো, ২৫ জুন ২০২১; https://epaper.prothomalo.com/?mod=1&pgnum=3&edcode=71&pagedate=2021-6-25
[৪৫] মানবজমিন, ২২ জুন ২০২১; https://mzamin.com/article.php?mzamin=279824
[৪৬] প্রথম আলো, ২২ জুন ২০২১; https://epaper.prothomalo.com/?pagedate=2021-6-22&edcode=71&subcode=71&mod=1&pgnum=1&type=a

করে সদস্য প্রার্থী মন্টু হাওলাদার ও ফিরোজ মৃধার সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষ বাধলে বোমা হামলায় মৌজে আলী মিয়া নামে এক ব্যক্তি নিহত হন।[৪৭] পিরোজপুর জেলার মঠবাড়িয়া উপজেলার ৯ নম্বর সাপেলেজা ইউনিয়নের উত্তর নলি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রের সামনে আওয়ামলীগের মনোনিত চেয়ারম্যান প্রার্থীর সমর্থকদের হামলায় স্বতন্ত্র চেয়ারম্যান প্রার্থী মোহাম্মদ সেলিম জমাদ্দারসহ তাঁর ছয় কর্মী-সমর্থক গুরুতর আহত হন।[৪৮] বরিশালের গৌরনদী উপজেলার ১ নম্বর খাঞ্জাপুর ইউনিয়নের ৮ নম্বর ওয়ার্ডে সদস্যপদে বিজয়ী প্রার্থী ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ গিয়াস মৃধা ও পরাজিত প্রার্থী ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আরজ আলী সরদারের সমর্থকদের মধ্যে নির্বাচন পরবর্তী সংঘর্ষ বাধলে বোমা হামলায় আবু বকর নামে এক ব্যক্তি নিহত হন।[৪৯]

১৮. লক্ষ্মীপুর-২ আসনের উপনির্বাচন[৫০] বিরোধীদল বিএনপি ও বামজোটসহ অন্যান্য বিরোধীদলগুলো বর্জন করলে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ মনোনিত প্রার্থী নুরউদ্দিন চৌধুরী ও জাতীয় পার্টির শেখ মোহাম্মদ ফায়িজ উল্লাহ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা সব ভোটকেন্দ্রগুলো একচেটিয়াভাবে দখল করে নেয়।[৫১] এদিকে ঝালকাঠি পৌরসভার নির্বাচন বর্জন করেন আওয়ামী লীগের বিদ্রোহী মেয়র প্রার্থী আফজাল হোসেন। জেলা আওয়ামী লীগের সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক মেয়র আফজাল হোসেন বলেন, ভোট শুরুর পরপরই সব ভোট কেন্দ্রে থেকে তাঁর পোলিং এজেন্টদের বের করে দেন নৌকা প্রতীকের লোকজন।[৫২] নির্বাচনে ব্যাপক সহিংসতা ও কারচুপি হলেও নির্বাচন শান্তিপূর্ণভাবে হয়েছে বলে দাবি করেন নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সচিব হুমায়ন কবির।[৫৩]

ভোলার তজুমদ্দিনের চাচড়া ইউনিয়নে আওয়ামী লীগ ও স্বতন্ত্র চেয়ারম্যান প্রার্থীর সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষে আহত একজনকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। ছবি: প্রথম আলো, ২২ জুন ২০২১

---

[৪৭] ডেইলি স্টার, ২১ জুন ২০২১; https://www.thedailystar.net/bangla/**শীর্ষ-খবর/ইউপি-নির্বাচন-বরিশালের-গৌরনদীতে-বোমা-হামলায়-নিহত-২-233157**

[৪৮] মানবজমিন, ২২ জুন ২০২১; https://mzamin.com/article.php?mzamin=279824

[৪৯] প্রথম আলো, ২২ জুন ২০২১; https://epaper.prothomalo.com/?pagedate=2021-6-22&edcode=71&subcode=71&mod=1&pgnum=1&type=a

[৫০] লক্ষীপুর-২ আসনের স্বতন্ত্র সংসদ সদস্য কাজী শহিদ ইসলাম পাপলুকে কুয়েতের একটি আদালত মানব ও অর্থ পাচারের অভিযোগে কারাদণ্ড দেয়। ফৌজদারি অপরাধে দণ্ডিত হওয়ায় গত ২২ ফেব্রুয়ারি আসনটি শূণ্য ঘোষণা করে গেজেট প্রকাশ করে জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

[৫১] প্রথম আলো, ২২ জুন ২০২১; https://epaper.prothomalo.com/?mod=1&pgnum=2&edcode=71&pagedate=2021-6-22

[৫২] প্রথম আলো, ২২ জুন ২০২১; https://epaper.prothomalo.com/?pagedate=2021-6-22&edcode=71&subcode=71&mod=1&pgnum=1&type=a

[৫৩] প্রথম আলো, ২২ জুন ২০২১; https://epaper.prothomalo.com/?pagedate=2021-6-22&edcode=71&subcode=71&mod=1&pgnum=1&type=a

চরফ্যাশন উপজেলার হাজারীগঞ্জ ইউনিয়নের ৫নং ওয়ার্ডের চরফকিরা কো-ইড সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভোটকেন্দ্রে দুই ইউপি সদস্য প্রার্থীর সমর্থকদের সংঘর্ষ। ছবি: যুগান্তর, ২২ জুন ২০২১

মতপ্রকাশ ও নিবর্তনমূলক আইন এবং সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতা

১৯. ২০২১ সালের এপ্রিল-জুন এই তিন মাসেও অবাধ তথ্যপ্রবাহ রোধে সরকার নাগরিকদের বাক, চিন্তা, বিবেক ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ব্যাপকভাবে লঙ্ঘন করে তাঁদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের ও গ্রেফতারসহ বিভিন্ন নিপীড়ন চালিয়েছে। এই সময়ে ব্যাপকভাবে নিবর্তনমূলক ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন প্রয়োগ করা হয়েছে। সংবাদ মাধ্যমের ওপর চাপ থাকায় বিভিন্ন ঘটনা গণমাধ্যমে প্রকাশিত না হলেও তা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোতে প্রকাশিত হয়েছে। এই অবস্থায় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোকেও সরকার ব্যাপক নজরদারির মধ্যে নিয়ে আসে। ফেসবুক-ইউটিউবের মতো মাধ্যমগুলোকে নিবন্ধনের আওতায় আনতে চায় সরকার। এই ব্যাপারে বিটিআরসির চেয়ারম্যানকে নির্দেশনাও দেয়া হয়েছে।[৫৪]

নিবর্তনমূলক ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন

২০. সরকার বিরোধী দল-মত ও ভিন্নমতাবলম্বীদের দমন করতে তাঁদের বিরুদ্ধে নিবর্তনমূলক ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন প্রয়োগ করছে। এই আইনে ২১, ২৫, ২৮, ২৯ ধারাগুলোকে এমনভাবে সংযোজন করা হয়েছে, যাতে ইচ্ছা করলে অনেক বক্তব্যকে উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের 'ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন' হয়েছে মর্মে যে কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ এনে মামলা করা যাবে। এই সময়ে সরকারের বিভিন্ন ব্যর্থতা, দুর্নীতি ও ব্যাপক অনিয়ম নিয়ে এবং বাংলাদেশের ও ভারতের প্রধানমন্ত্রীসহ সরকার ও ক্ষমতাসীনদলের মন্ত্রী, উচ্চ পর্যায়ের ব্যক্তি বা নেতার সমালোচনা করে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে পোস্ট বা শেয়ার দেয়ার কারণে বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার নাগরিকদের বিরুদ্ধে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে এবং তাঁদের গ্রেফতার করা হয়েছে।

২১. ফেসবুকে সরকার বিরোধী বক্তব্য দেয়ার কারণে ডাকসুর সাবেক ভিপি নুরুল হকের বিরুদ্ধে দেশের বিভিন্ন জায়গায় ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে ১১টি মামলা দায়ের করা হয়েছে। এছাড়া ইসলামী ওয়াজ মহফিলের বক্তা রফিকুল ইসলামকেও সরকার বিরোধী বক্তব্য দেয়ার কারণে তাঁর বিরুদ্ধে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে ৫টি মামলা দায়ের করা হয়েছে এবং তাঁকে গ্রেফতার করে রিমান্ডে নেয়া হয়েছে। সংবাদ প্রকাশের জের ধরে নিবর্তনমূলক ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন প্রয়োগ করে সাংবাদিকদের বিরুদ্ধেও হয়রানিমূলক মামলা দায়ের করে তাঁদের গ্রেফতার করা হয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মামলা দায়ের করেছে

[৫৪] প্রথম আলো, ৩ জুন ২০২১; https://www.prothomalo.com/bangladesh/ফেসবুক-ও-ইউটিউবকে-নিবন্ধনের-আওতায়-আনতে-চায়-সরকার

ক্ষমতাসীনদলের নেতা-কর্মীরা।[৫৫] মামলা দায়েরের পরপরই আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যরা দ্রুত অভিযুক্তদের গ্রেফতার করেছে এবং আদালত থেকে এই মামলায় অভিযুক্ত ব্যক্তিদের জামিন বিলম্বিত হয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে। উল্লেখ্য, এই সময়ে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে অভিযুক্তদের অধিকাংশই বাংলাদেশ ও ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সমালোচনা করে বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে পোস্ট দিয়েছিলেন বলে জানা গেছে।

২২. **এপ্রিল-জুন এই তিন মাসে প্রধানমন্ত্রী, সরকারের উচ্চ পর্যায়ের ব্যক্তি, তাঁদের পরিবারের সদস্য এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বিরুদ্ধে সমালোচনামূলক পোস্ট/শেয়ার/কমেন্ট করার কারণে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে ৪৯ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এছাড়াও ধর্ম এবং ধর্মীয় ব্যক্তিদের কটুক্তি করার অভিযোগে ০৪ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।**

২৩. ময়মনসিংহ জেলার ভালুকা উপজেলায় ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার 'আপত্তিকর' ছবি ফেসবুকে পোস্ট দেয়ার অভিযোগে হৃদয় মিয়া নামে এক ছাত্রদল কর্মীকে গত ৫ এপ্রিল আওয়ামী লীগ ও এর অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মীরা আটক করে পুলিশে সোপর্দ করে। হৃদয় কংশেরকুল উচ্চ বিদ্যালয়ের ১০ম শ্রেণীর ছাত্র। তার বিরুদ্ধে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে।[৫৬]

২৪. ফেসবুকসহ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে খুলনার মেয়র ও মহানগর আওয়ামী লীগের সভাপতি তালুকদার আব্দুল খালেকের দুর্নীতি নিয়ে প্রচারণা চালানোর অভিযোগে গত ২০ এপ্রিল ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে দায়ের করা মামলায় এনটিভির খুলনা প্রতিনিধি আবু তৈয়বকে পুলিশ গ্রেফতার করে।[৫৭] খুলনা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট তরিকুল ইসলাম গত ২২ এপ্রিল ভার্চুয়াল কোর্টে শুনানি শেষে তার জামিনের আবেদন খারিজ করে দেন।[৫৮]

এনটিভির খুলনা প্রতিনিধি আবু তৈয়ব। ছবি: ঢাকা ট্রিবিউন, ২২ এপ্রিল ২০২১

২৫. প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রী ইমরান আহমদ ও সিলেটের গোয়াইনঘাট উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ ফারুক আহমদ এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসার তাহমিলুর রহমানসহ কয়েকজনের বিরুদ্ধে ফেসবুকে 'আপত্তিকর' মন্তব্য করায় রাশেদ আলম রাজ্জাক নামে এক ব্যক্তিকে গত

[৫৫] কালেরকণ্ঠ, ৬ এপ্রিল ২০২১; https://www.kalerkantho.com/online/national/2021/04/06/1021171
[৫৬] যুগান্তর, ৬ এপ্রিল ২০২১; https://www.jugantor.com/country-news/409302/
[৫৭] অধিকারএর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট খুলনার মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন
[58] ঢাকা ট্রিবিউন, ২২ এপ্রিল ২০২১; https://www.dhakatribune.com/bangladesh/nation/2021/04/22/ntv-s-khulna-bureau-chief-denied-bail-in-dsa-case

৪ মে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। গোয়াইনঘাট উপজেলা শ্রমিকলীগের সাধারণ সম্পাদক শাহীন আহমেদ বাদি হয়ে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে গোয়াইনঘাট থানায় মামলা দায়ের করেন।[৫৯]

সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতা

২৬. বাংলাদেশে সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা চরমভাবে হুমকির মধ্যে রয়েছে। ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সরকার অধিকাংশ সংবাদমাধ্যম, বিশেষত ইলেকট্রনিক মিডিয়াকে তার সমর্থনপুষ্ট ব্যক্তিদের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করছে। ফলে সুষ্ঠু ও বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ প্রকাশ বাধাগ্রস্ত হচ্ছে এবং নিরপেক্ষ সংবাদমাধ্যমগুলোর পেশাদারিত্ব বজায় থাকার ক্ষেত্রে চরম ঘাটতি পরিলক্ষিত হচ্ছে। দেশের অধিকাংশ সংবাদমাধ্যম সরকারের আজ্ঞাবহ হয়ে বিরোধীদল/সংগঠন ও ভিন্নমতাবলম্বীদের বিরুদ্ধে তথ্য বিকৃত করে কিংবা সঠিক তথ্য না দিয়ে সংবাদ পরিবেশন করছে। অন্যদিকে গুটিকয়েক সংবাদমাধ্যম স্বাধীনভাবে কাজ করার চেষ্টা করলেও সরকার তাদের ওপর চাপ সৃষ্টি ও ভয়ভীতি প্রদর্শন করে চলেছে। সরকার ও তার সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে দুর্নীতিসহ বিভিন্ন সংবাদ প্রকাশ করার কারণে সাংবাদিকদের ওপর হামলা ও তাঁদের বিরুদ্ধে নিবর্তনমূলক ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে মামলা দায়েরসহ বিভিন্ন ধরনের হয়রানি করা হয়েছে। বিরোধীদলীয় ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়া- চ্যানেল ওয়ান, দিগন্ত টিভি, ইসলামিক টিভি এবং আমার দেশ পত্রিকা অনেক বছর যাবত বন্ধ করে রেখেছে বর্তমান সরকার। ২০২১ সালের ওয়ার্ল্ড প্রেস ফ্রিডম ইনডেক্স অনুযায়ী ১৮০টি দেশের ওপর রিপোর্টার্স উইদাউট বর্ডার এর পরিচালিত জরিপে বাংলাদেশের অবস্থান ১৫২তম (স্কোর ৪৯.৭১), যা গত বছরের চেয়ে একধাপ পিছিয়েছে।[৬০]

২৭. ***অধিকার এর* সংগৃহীত তথ্য অনুযায়ী, এপ্রিল-জুন পর্যন্ত পেশাগত দায়িত্ব পালনের সময় ২০ জন সাংবাদিক আহত, ০৫ জন লাঞ্ছিত, ০৫ জন আক্রমণ এবং ০৪ জন হুমকির সম্মুখীন হয়েছেন।**

২৮. হবিগঞ্জের আওয়ামী লীগের দলীয় সংসদ সদস্য আবু জাহির ও মেয়র আতাউর রহমান সেলিমের বিভিন্ন অপকর্ম নিয়ে সংবাদ প্রকাশের জেরে গত ১৯ এপ্রিল হবিগঞ্জের স্থানীয় পত্রিকা দৈনিক আমার হবিগঞ্জ পত্রিকার অফিসে পুলিশের সামনেই হামলা চালায় যুবলীগ ও ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা।[৬১]

২৯. কোভিড-১৯ এর মহামারি শুরু হওয়ার পর থেকে স্বাস্থ্যখাতের লুটপাট ও দুর্নীতি আরো ব্যাপক আকার ধারন করে। এই সব দুর্নীতি নিয়ে ধারাবাহিকভাবে প্রতিবেদন তৈরি করেন প্রথম আলোর জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক রোজিনা ইসলাম। গত ১৭ মে রোজিনা ইসলাম পেশাগত কারণে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে যান। সেখানে স্বাস্থ্য সচিব লোকমান মিয়ার প্রাইভেট সেক্রেটারি (পিএস) এর কক্ষে প্রায় ছয় ঘন্টা আটকে রেখে তাঁর ওপর নিপীড়ন চালান স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা। এরপর অসুস্থ রোজিনা ইসলামকে রাত সাড়ে আটটায় শাহবাগ থানা পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়। এরপর শাহবাগ থানায় রোজিনা ইসলামের বিরুদ্ধে দণ্ডবিধির ৩৭৯ ধারায় এবং অফিশিয়াল সিক্রেটস অ্যাক্টের ৩ ও ৫ ধারায় মামলা দায়ের করা হয়। পরের দিন ১৮ মে শাহবাগ থানা পুলিশ রোজিনা ইসলামকে আদালতে হাজির করে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য পাঁচদিনের রিমান্ড চায়। আদালত রিমান্ড মঞ্জুর না করে তাঁকে জেল হাজতে প্রেরণ করে। গত ২৩ মে রোজিনা ইসলাম আদালত থেকে জামিন পেয়ে কারাগারের বাইরে আসেন।[৬২]

---

[৫৯] মানবজমিন, ৫ মে ২০২১; https://mzamin.com/article.php?mzamin=272916

[60] ডেইলি স্টার, ২০ এপ্রিল ২০২১; https://www.thedailystar.net/world/news/world-press-freedom-index-finds-journalism-blocked-over-100-countries-2080641, Also available at: https://rsf.org/en/bangladesh

[৬১] যুগান্তর, ২০ এপ্রিল ২০২১; https://www.jugantor.com/country-news/413687/

[৬২] প্রথম আলো, ২৩ মে ২০২১; https://www.prothomalo.com/bangladesh/**জামিন-পেলেন-সাংবাদিক-রোজিনা**

কারাগারের পথে রোজিনা ইসলাম। ছবি: প্রথম আলো, ২৩ মে ২০২১

রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন, দায়মুক্তি এবং জবাবদিহিতার অভাব

নির্যাতন ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের জবাবদিহিতার অভাব

৩০. রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ, সরকারের সমালোচক ও ভিন্নমতাবলম্বীদের দমন করার কাজে সরকার আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের ব্যবহার করার কারণে এইসব বাহিনীর সদস্যরা দায়মুক্তি ভোগ করছে। ফলে দেশে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের দ্বারা ব্যাপকভাবে নাগরিকদের ওপর নির্যাতন এবং মর্যাদাহানিকর আচরণের ঘটনাসহ বিভিন্ন ধরনের মানবাধিকার লংঘনের ঘটনা ঘটেই চলেছে। গত তিন মাসে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের বিরুদ্ধে ক্রসফায়ারে হত্যার ভয় দেখিয়ে টাকা আদায়[৬৩], পায়ে গুলি, মূল অভিযুক্তের পরিবর্তে নিরাপরাধ নাগরিকদের গ্রেফতার করে জেলে পাঠানো, অপহরণ, হয়রানি, আটক বাণিজ্য এবং চাঁদা আদায়সহ বিভিন্ন অভিযোগ রয়েছে। এই সময়ে অন্তরীণ অবস্থায় পুলিশি হেফাজতে নির্যাতন এবং নির্যাতনের কারণে মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে বলে অভিযোগ রয়েছে। এটি প্রতিষ্ঠিত যে, পুলিশ রিমান্ডে নিয়ে নির্যাতন এবং অমানবিক আচরণ করে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি আদায় করে থাকে।

৩১. মানবাধিকারকর্মী, ভিকটিম পরিবার ও নাগরিক সমাজের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ও চাপে ২০১৩ সালে 'নির্যাতন ও হেফাজতে মৃত্যু (নিবারণ) আইন পাস হয়েছিল। কিন্তু নির্যাতন বা মর্যাদাহানিকর আচরণের শিকার ব্যক্তি বা তাঁর পরিবারের সদস্যদের মামলা দায়ের করে হয়রানি ও হুমকির মুখে পড়তে হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে ভয়ভীতি দেখিয়ে মামলা তুলে নিতে বাধ্য করা হয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে। এইসব ভয়ভীতি ও আপোষ মিমাংসার ক্ষেত্রে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের সঙ্গে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরাও যুক্ত আছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। অধিকাংশ হেফাজতে মৃত্যুর ঘটনার তদন্ত করে থাকেন আইন-প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যরা। ফলে এই তদন্ত নিরপেক্ষভাবে হয় না বলে অভিযোগ রয়েছে। অপরাধ প্রমাণিত হলেও দায়মুক্তির কারণে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দায়ী আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের ফৌজদারি বিচারের মুখামুখি না করে তাদের বদলি বা 'ক্লোজ' করা হয়। এই সমস্ত কারণে এই আইন শুধুমাত্র কাগুজে আইন হিসেবেই বহাল রয়েছে; অবস্থার কোন পরিবর্তন ঘটাতে পারেনি। এছাড়া আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের হাতে নির্যাতিত হলে বা নির্যাতনের শিকার হয়ে মারা গেলে

[৬৩] প্রথম আলো, ৯ এপ্রিল ২০২১; https://www.prothomalo.com/bangladesh/crime/ক্রসফায়ারেও-দেওয়া-হতে-পারে-দুই-কোটি-টাকা-রেডি-করেন

সে ক্ষেত্রে ডাক্তারের প্রতিবেদন, সুরতহাল এবং পোস্টমর্টেমসহ বিভিন্ন প্রতিবেদন অনেক সময় নির্দেশিত হয়ে বা অর্থের বিনিময়ে ভিকটিমের বিপক্ষে দেয়ার অভিযোগ রয়েছে।[৬৪]

৩২. নির্যাতনের শিকার ব্যক্তিদের স্মরণে প্রতি বছর ২৬ জুন[৬৫] জাতিসংঘ ঘোষিত নির্যাতিতদের সমর্থনে আন্তর্জাতিক সংহতি দিবস পালিত হয়। এই দিবস উপলক্ষ্যে *অধিকার* এবং ওয়ার্ল্ড অর্গানাইজেশন এগেইনস্ট টর্চার (ওএমসিটি) নির্যাতিত ব্যক্তিদের বিচারপ্রাপ্তির দাবিতে এবং ভিকটিম পরিবারের প্রতি সংহতি প্রকাশ করে এক যৌথ বিবৃতি দিয়েছে। দেশব্যাপী করোনাভাইরাসের ব্যাপক সংক্রমণের কারণে *অধিকারের* সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানবাধিকার রক্ষাকর্মীরা অন্যান্য বারের মতো দেশের বিভিন্ন জেলায় স্থানীয় জনসাধারণ, ভিকটিম ও ভিকটিম পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে নিয়ে কোন কর্মসূচি পালন করতে পারেননি।

৩৩. চাঁপাইনবাবগঞ্জের ভোলাহাটে সানাউল হক বিশ্বাস (৪৪) নামে এক ব্যক্তিকে গোয়েন্দা পুলিশের একটি দল আটক করে পিটিয়ে হত্যা করেছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। সানাউলের ভাই মাসুদ রানা জানান, গত ২৯ এপ্রিল ইফতারের পর তাঁর ভাই বাড়ির পাশের দোকানে গেলে উপ-পরিদর্শক রিপন কুমার পালের নেতৃত্বে গোয়েন্দা পুলিশের একটি দল তাঁকে আটক করে। এরপর তাঁকে ছেড়ে দেয়ার বিনিময়ে ১০ লক্ষ টাকা দাবি করে তারা। পরবর্তীতে ২ লক্ষ টাকায় ছেড়ে দিতে রাজি হয়। কিন্তু সানাউলের পরিবার তা দিতে অস্বীকার করলে সেখানেই তাঁকে পেটাতে থাকে। তাঁকে ইট ও টর্চলাইট দিয়েও আঘাত করা হয় বলে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান। নির্যাতনে সানাউল হকের অবস্থা গুরুতর হলে তাঁকে প্রথমে ভোলাহাট উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এবং পরে চাঁপাইনবাবগঞ্জ আধুনিক সদর হাসপাতালে নেয়ার পর সেখানে তিনি রাত আনুমানিক ৩ টায় মারা যান। ৩০ এপ্রিল চাঁপাইনবাবগঞ্জ আধুনিক সদর হাসপাতালের মর্গের সামনে সানাউলের মৃত্যুকে স্বাভাবিক মৃত্যু দেখিয়ে তৈরি করা কাগজপত্রে স্বাক্ষর নেয়ার চেষ্টা করে চাঁপাইনবাবগঞ্জ থানা পুলিশের পরিদর্শক (তদন্ত) মিন্টু রহমান। তবে সানাউলের পরিবারের সদস্যরা এতে আপত্তি জানালে নতুন করে কাগজপত্র তৈরি করা হয়।[৬৬] এদিকে ঘটনাটি ধামাচাপা দেয়ার জন্য ভোলাহাট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা স্থানীয় কয়েকজন আওয়ামী লীগ নেতাকে দায়িত্ব দিয়েছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এই ব্যাপারে ভোলাহাট উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান ও স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা গরীবুল্লাহ দবির জানান, যা হওয়ার হয়ে গেছে। বিষয়টি মিটিয়ে যতদ্রুত সম্ভব লাশ দাফনের ব্যবস্থা করতে হবে।[৬৭] লাশের সুরতাহাল প্রতিবেদন তৈরি করেন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট রবিন মিয়া। তিনি বলেন, সানাউলের শরীরে আঘাতের চিহ্ন পাওয়া যায়নি।[৬৮] কিন্তু নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন চিকিৎসক জানান, লাশের হাঁটুসহ শরীরের বিভিন্ন জায়গায় আঘাতের চিহ্ন আছে। ঘটনাটি বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হলে গত ১ মে ভোলাহাট আমলী আদালতের সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট

---

[৬৪] ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে গ্রেফতার হয়ে জামিনে থাকা কার্টুনিস্ট আহমেদ কবির কিশোর তাঁকে তুলে নেয়ার পর তাঁর ওপর নির্যাতনের ঘটনায় ঢাকা মহানগর দায়রা জজ আদালতে নির্যাতন এবং হেফাজতে মৃত্যু (নিবারণ) আইনে গত ১০ মার্চ মামলার আবেদন করেন। মামলার প্রেক্ষিতে বিচারক এম ইমরুল কায়েস গত ১৪ মার্চ সেগুলো পরীক্ষা করতে তিন সদস্যের একটি কমিটি গঠন করতে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হসপাতালের পরিচালককে নির্দেশ দেন। গত ২০ মার্চ ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের গঠিত মেডিকেল বোর্ড ঢাকা মহানগর দায়রা জজ আদালতে একটি প্রতিবেদন দাখিল করে। প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় যে, আহমেদ কবির কিশোরের শারীরিক অবস্থা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে তাঁর শরীরে আঘাতের কোন চিহ্ন পাওয়া যায়নি। প্রথম আলো, ৭ জুন ২০২১; https://www.prothomalo.com/bangladesh/**কার্টুনিস্ট-কিশোরের-শরীরে-আঘাতের-চিহ্ন-পায়**

[৬৫] ১৯৮৪ সালের ১০ ডিসেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ নির্যাতন এবং অন্যান্য নিষ্ঠুর, অমানবিক অথবা অন্যান্য মর্যাদাহানিকর আচরণ বা শাস্তির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ নীতিগত অবস্থান বা কনভেনশন গ্রহণ করে, যা আন্তর্জাতিক আইনে একটি বিধিবদ্ধ আইনি শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত । এই নীতিগত অবস্থান ১৯৮৭ সালের ২৬ জুন কার্যকরী হয় এবং একই সঙ্গে সাধারণ পরিষদের গৃহীত প্রস্তাব অনুযায়ী প্রতিবছর ২৬ জুন তারিখটিকে নির্যাতিতদের সমর্থনে আন্তর্জাতিক সংহতি দিবস হিসেবে পালনের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত হয়। ১৯৮৮ সাল থেকে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এই দিনটি পালিত হয়ে আসছে।

[৬৬] যুগান্তর, ১ মে ২০২১; https://www.jugantor.com/todays-paper/first-page/417205/

[৬৭] বাংলাদেশ প্রতিদিন, ১ মে ২০২১; https://www.bd-pratidin.com/last-page/2021/05/01/645062

[৬৮] যুগান্তর, ১ মে ২০২১; https://www.jugantor.com/todays-paper/first-page/417205/

মোহাম্মদ আবু কাহার বিষয়টি স্বপ্রনোদিত হয়ে আমলে নিয়ে র‍্যাব-৫ কে তদন্ত করে প্রতিবেদন দাখিলের জন্য আদেশ দেন।[৬৯]

৩৪. গত ১ মে ফরিদপুর গোয়েন্দা পুলিশের হেফাজতে রিমান্ডে থাকাবস্থায় আবুল হোসেন মোল্লা (৪৬) নামে এক ব্যক্তি মারা গেছেন। আবুল হোসেন মোল্লার মেয়ে তানিয়া আক্তারের অভিযোগ, তাঁর বাবাকে রিমান্ডে নিয়ে নির্যাতন করে মেরে ফেলা হয়েছে। ফরিদপুর জেনারেল হাসপাতালের চিকিৎসক মোহাম্মদ তোফাজ্জল হোসেন বলেন, পুলিশ আবুল হোসেনকে মৃত অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে আসে। আবুল হোসেন মোল্লাকে গত ৫ এপ্রিল লকডাউনকে কেন্দ্র করে সালথায় সংঘঠিত সহিংসতার[৭০] ঘটনায় গত ১৬ এপ্রিল গ্রেফতার করে ৫দিনের রিমান্ডে নেয় গোয়েন্দা পুলিশ।[৭১]

৩৫. মাদক মামলায় সাজা হওয়া এক নারীর নামের সাথে নামের মিল থাকায় গ্রেফতার হয়ে ১ বছর ৪ মাস কারাভোগের পর নিরাপরাধ হাসিনা বেগম নামে এক নারী গত ৪ মে চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে মুক্তি পান।[৭২] ২০১৭ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি চট্টগ্রাম নগরের কর্ণফুলী থানার মইজ্জারটেক এলাকায় ২ হাজার ইয়াবা ট্যাবলেট নিয়ে গ্রেফতার হন হাসিনা আক্তার নামে এক নারী। এই সময় পুলিশ তাঁর স্বামী ও দুই সন্তানকেও আটক করে। পরে জামিন পেয়ে হাসিনা আক্তার ও তাঁর স্বামী পলাতক হয়ে যান। ২০১৯ সালে ১ জুলাই চট্টগ্রাম অতিরিক্ত দায়রা জজ আদালত হাসিনা আক্তার ও তাঁর স্বামীর পলাতক থাকা অবস্থায় মামলার রায় দেয়। রায়ে উভয়কে পাঁচ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দেয়া হয়। পরে তাঁদের সাজার পরোয়ানাগুলো আদালত থেকে টেকনাফ থানায় পাঠানো হয়। টেকনাফ থানা পুলিশ ২০১৯ সালের ১৬ ডিসেম্বর টেকনাফ পৌরসভার ৭ নম্বর ওয়ার্ডের হাসিনা বেগমকে সাজা হওয়া হাসিনা আক্তারের সাথে নামের মিল থাকার কারণে গ্রেফতার করে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠায়। বিষয়টি জানতে পেরে চট্টগ্রামের জ্যেষ্ঠ আইনজীবী গোলাম মুরাদ বিষয়টি যাচাই বাছাই করে নিশ্চিত হয়ে গত ২২ মার্চ আদালতে হাসিনা বেগমের মুক্তির জন্য আবেদন করলে তিনি মুক্তি পান।[৭৩]

৩৬. গত ২০ মে নারায়ণগঞ্জ কারাগারে বন্দি নারায়ণগঞ্জ জেলা হেফাজতে ইসলামের নেতা মাওলানা ইকবাল হোসেন (৬২) ঢাকার মিটফোর্ড হাসপাতালে মারা যান। তাঁর বড় মেয়ে মাহবুবা জানান, তাঁদের সকালে জানানো হয়েছে যে, তাঁর বাবা খুবই অসুস্থ। হাসপাতালে যেয়ে জানতে পারেন আইসিইউ সাপোর্টে রয়েছেন তিনি। বিকেল ৩ টায় তাঁর বাবাকে মৃত ঘোষণা করা হয়। বিনা অপরাধে ধরে এনে তাঁর বাবাকে মেরে ফেলা হয়েছে বলে তিনি অভিযোগ করেন। উল্লেখ্য সোনারগাঁয়ে রয়্যাল রিসোর্টে ভাঙচুর ও মহাসড়কে নাশকতা সৃষ্টির মামলায় প্রধান আসামী মাওলানা ইকবাল হোসেনকে গত ১১ এপ্রিল র‍্যাব-১১ এর একটি দল গ্রেফতার করে।[৭৪] তাঁকে পুলিশ রিমান্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় এবং এরপর তিনি জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দিন দেন।[৭৫]

---

[৬৯] ল লাইফ রিপোর্ট, ২ মে ২০২১; https://lawlifebd.com/**আদালত-সারাদেশ/পুলিশের-হাতে-আটকের-পর-যুব/**

[৭০] মানবজমিন, ৭ এপ্রিল ২০২১; https://mzamin.com/article.php?mzamin=269235

[৭১] প্রথম আলো ৩ মে ২০২১; https://epaper.prothomalo.com/?mod=1&pgnum=3&edcode=71&pagedate=2021-5-3

[৭২] প্রথম আলো ৪ মে ২০২১; https://www.prothomalo.com/bangladesh/**কারামুক্তিতে-হাসিনার-আনন্দাশ্রু-ফেরত-চান-১৬টি-মাস**

[৭৩] প্রথম আলো ৪ মে ২০২১; https://www.prothomalo.com/bangladesh/**কারামুক্তিতে-হাসিনার-আনন্দাশ্রু-ফেরত-চান-১৬টি-মাস**

[৭৪] নয়াদিগন্ত ২০ মে ২০২১; https://www.dailynayadiganta.com/politics/583017

[৭৫] New Age 28 May 2021; http://www.newagebd.net/article/138993/1230-hefazat-people-arrested-in-2-months

মাওলানা ইকবাল হোসেন। ছবি: ঢাকা ট্রিবিউন ২০ মে ২০২১

৩৭.গত ১৬ জুন দিবাগত রাতে চট্টগ্রাম বায়েজিদ থানা পুলিশ চট্টগ্রাম মহানগর ছাত্রদলের সাবেক সহ-সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম সাইফকে বাসা থেকে তুলে নিয়ে যায়। এরপর পুলিশ সাইফকে আরেফিন নগর এলাকায় নিয়ে তাঁর বাম পায়ে গুলি করে মারাত্মক আহত করে। আশংকাজনক অবস্থায় সাইফুল ইসলাম সাইফকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। এরপর ১৭ জুন তাঁকে ঢাকায় পঙ্গু হাসপাতালে পাঠানো হলে চিকিৎসকরা তাঁর বাম পা কেটে ফেলতে বাধ্য হন।[৭৬]

আহত ছাত্রদল নেতা সাইফুল ইসলাম সাইফ। ছবি: ভিকটিমের পরিবারের কাছ থেকে সংগৃহীত

গুম

৩৮.এপ্রিল থেকে জুন এই তিন মাসেও গুমের ঘটনা অব্যাহত ছিল। গুমের শিকার ব্যক্তিরা বিরোধীদলের নেতাকর্মী ও ভিন্নমতাবলম্বী নাগরিক বলে জানা গেছে। আটক করার পরে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের আটকের বিষয়টি অস্বীকার করার প্রবণতা একটা বিপজ্জনক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। অনেককে তুলে নিয়ে যাওয়ার পর আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যরা আটকের বিষয়টি অস্বীকার করেছে এবং তাঁদের আর কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি। আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যরা যখন আটকের বিষয়টি অস্বীকার করে বা কেউ হঠাৎ করে উধাও হয়ে যায়, তখন ঐ ব্যক্তির পরিবারের সদস্যদের মধ্যে চরম উৎকণ্ঠা ও ভীতির সৃষ্টি হয়। পুলিশ এইসব ক্ষেত্রে জিডি নিতে অস্বীকার করে এবং ভিকটিম পরিবারকে হয়রানি করতে থাকে। গুম হওয়ার পরবর্তীতে অনেককে গ্রেফতার দেখানো হয়। গুমের শিকার ব্যক্তিরা ফিরে আসার পর এই বিষয়ে কোন কথা বলতে চান না। বিভিন্ন তদন্ত প্রতিবেদন থেকে গুমের ঘটনা

[৭৬] *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন। নিউ এজ, ১৭ জুন ২০২১; http://www.newagebd.net/article/141037/former-ctg-jcd-leader-shot-in-leg-after-being-picked-up-by-police

প্রমাণিত হলেও সরকারের পক্ষ থেকে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রতিনিয়ত এটা অস্বীকার করা হচ্ছে।[৭৭]

৩৯. প্রতি বছর মে মাসের শেষ সপ্তাহে গুম হয়ে যাওয়া ব্যক্তিদের পরিবারের সদস্যদের নিয়ে গঠিত সংগঠনগুলো বিশ্বের বিভিন্ন দেশে গুমের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক সপ্তাহ পালন করে। এই সপ্তাহকে কেন্দ্র করে গত ২৭ মে গুম হওয়া স্বজনদের সংগঠন 'মায়ের ডাক' ও *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানবাধিকার কর্মীদের সংগঠন 'হিউম্যান রাইটস ডিফেন্ডারস্ নেটওয়ার্ক' যৌথভাবে গুমের শিকার ব্যক্তিদের পরিবারগুলোকে সঙ্গে নিয়ে বিভিন্ন জেলায় সমাবেশ, মানববন্ধন ও আলোচনা সভার আয়োজন করে। এরমধ্যে লক্ষ্মীপুর জেলা শহরে পুলিশ ব্যানার ছিনিয়ে নেয় এবং সমাবেশ করতে প্রথমে বাধা দেয়। গুম হওয়া ব্যক্তিদের স্বজন এবং মানবাধিকার কর্মীরা এই সময় শক্ত ভূমিকা নিলে পরবর্তীতে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। গত ২৮ মে ঢাকার জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে গুম হওয়া ব্যক্তিদের স্বজনরা তাঁদের প্রিয়জনদের ফিরে পাবার দাবিতে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেন এবং ৩০ মে গুমের শিকার ব্যক্তিদের স্বজনদের সঙ্গে অধিকার এর একটি মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া *অধিকার*, মায়ের ডাক, এশিয়ান ফেডারেশন এগেইনস্ট ইনভলান্টারি ডিস্এ্যাপিয়ারেন্সেস (আফাদ) এবং ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন ফর হিউম্যান রাইটস (এফআইডিএইচ) সপ্তাহটি উপলক্ষে গুমের শিকার পরিবারগুলোর প্রতি সংহতি জানিয়ে যৌথ বিবৃতি প্রকাশ করে।

৪০. **এপ্রিল-জুন পর্যন্ত সময়ে ০৫ জনকে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্য পরিচয়ে ধরে নিয়ে যাওয়ার পর থেকে তাঁদের গুম হওয়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে। এঁদের মধ্যে ০১ জনকে গুম করার পর গ্রেফতার দেখানো হয়েছে এবং গুম করার পর ০৪ জনের এখনো খোঁজ পাওয়া যায়নি।**

৪১. গত ২ জুন নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজার এলাকা থেকে কাপড় ব্যবসায়ী মোহাম্মদ নোমান, মাদ্রাসা ছাত্র মোহাম্মদ নাসিম এবং মসজিদের ইমাম শহীদুল ইসলামকে গোয়েন্দা পুলিশ পরিচয়ে তুলে নিয়ে গেছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। গত ২৫ জুন ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে গুমের শিকার ব্যক্তিদের পরিবারের সদস্যরা এক সংবাদ সম্মেলনে এই অভিযোগ করেন। সংবাদ সম্মেলনে নোমানের বাবা সরোয়ার হোসেন বলেন, আড়াইহাজরের বান্টি বাজারে নোমানের গার্মেন্টস সামগ্রীর দোকান ছিল। গত ২ জুন নোমান মোটরসাইকেল করে তার দোকানের উদ্দেশ্যে রওনা হয়। সকাল আনুমানিক ১১টায় বাজারে পৌঁছালে অজ্ঞাতনামা ৭/৮ জন লোক নিজেদের গোয়েন্দা পুলিশ পরিচয় দিয়ে নোমানের মোটর সাইকেলের গতিরোধ করে এবং তাকে জোরপূর্বক একটি মাইক্রোবাসে তুলে নেয়। একই সময়ে সেখানে থাকা মোহাম্মদ নাসিম এবং শহীদুল ইসলামকে নোমানের সঙ্গে তুলে নিয়ে যায়। এই খবর পেয়ে ৩ পরিবারের সদস্যরা জিডি করার জন্য আড়াইহাজার থানায় গেলে পুলিশ জিডি নিতে অস্বীকার করে এবং তাঁদেরকে ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জ যেতে বলে। তাঁরা নারায়নগঞ্জের পুলিশ সুপারের কার্যালয়ে গিয়ে গুম

[৭৭] গুম হয়ে যাওয়া সাতক্ষীরার মোখলেছুর রহমান জনির স্ত্রী জেসমিন নাহার রেশমা ২০১৭ সালের ২ মার্চ সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে তার স্বামীকে ফিরে পাওয়ার জন্য একটি রিট পিটিশন (পিটিশন নং-২৮৩৩/২০১৭) দায়ের করেন। এই রিট আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে গত ১৬ মে সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতি কাজী রেজা-উল হক ও বিচারপতি মোহাম্মদ উল্লাহর সমন্বয়ে গঠিত ডিভিশন বেঞ্চ মোখলেছুর রহমান জনির ব্যাপারে ৩ জুলাইয়ের মধ্যে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের জন্য সাতক্ষীরার চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটকে নির্দেশ দেন। সাতক্ষীরা জেলার সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট হাবিবুল্লাহ মাহমুদ ৪ জুলাই ২০১৭ একটি তদন্ত প্রতিবেদন হাইকোর্টে দাখিল করেন যেখানে বলা হয়েছে যে, সাতক্ষীরা পুলিশের এসপি মোহাম্মদ আলতাফ হোসেন এবং সাতক্ষীরা সদর থানার সাবেক ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ইমদাদুল হক শেখ ও সাবেক এসআই হিমেল হোসেন মোখলেছুর রহমান জনি নামে একজন হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসককে গ্রেফতার করার পর তাঁকে গুম করার সঙ্গে জড়িত ছিলেন। তদন্ত প্রতিবেদনে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ইমদাদুল হক শেখ ও এসআই হিমেল হোসেন সরাসরি এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত রয়েছেন বলে উল্লেখ আছে। (http://www.newagebd.net/article/19321/) আরেকটি ঘটনার ক্ষেত্রে নারায়ণগঞ্জে ৭ ব্যক্তিকে গুম করার পর হত্যা করার অপরাধে ২০১৭ সালের ১৬ জানুয়ারি নারায়ণগঞ্জ জেলা ও দায়রা জজ সৈয়দ এনায়েত হোসেন এক রায়ে র‍্যাব-১১ এর অধিনায়ক লে.কর্নেল (অব.) তারেক সাইদসহ ১৬ জন র‍্যাব কর্মকর্তা ও সদস্যসহ ২৬ জন অভিযুক্তকে ফাঁসির আদেশ দেন। (https://www.jugantor.com/news-archive/first-page/2017/01/17/93821/)

হওয়া ব্যাক্তিদের ব্যাপারে খোঁজ করেন। কিন্তু আইন প্রয়োগকারী কোন সংস্থাই তাঁদের আটকের বিষয়টি স্বীকার করেনি।[৭৮]

নারায়ণগঞ্জ থেকে নিখোঁজ নোমান, নাছিম ও শহিদুল। ছবি: প্রথম আলো, ২৭ জুন ২০২১।

বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড

৪২. বিচারবহির্ভুত হত্যাকাণ্ড, যা সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৩২[৭৯] এবং নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক সনদের অনুচ্ছেদ ৬[৮০] এর স্পষ্ট লঙ্ঘন। রাষ্ট্র কর্তৃক হত্যাকারীদের দায়মুক্তির সুযোগে এবং অকার্যকর বিচার ব্যবস্থার কারণে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটেই চলেছে। অভিযোগ রয়েছে যে, আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলো এই মৃত্যুগুলোকে 'বন্দুকযুদ্ধ' বা 'ক্রসফায়ার' হিসেবে অভিহিত করে এই হত্যাকাণ্ডগুলোকে আড়াল করার চেষ্টা করছে। এই তিন মাসে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের হাতে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের অভিযোগ পাওয়া গেছে।

৪৩. **এপ্রিল-জুন ২০২১ পর্যন্ত ২০ জন বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। এঁদের মধ্যে ১৩ জন পুলিশ, ০২ জন র‍্যাব, ০১ জন বিজিবি, ০৪ জন ডিবি পুলিশের হাতে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের শিকার ২০ জনের মধ্যে ০৮ জন ক্রসফায়ারে, ০৯ জন গুলিতে এবং ০৩ জন পুলিশের নির্যাতনে নিহত হয়েছেন।**

কারাগারে মানবাধিকার লঙ্ঘন

৪৪. ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বাংলাদেশ সফরের বিরোধীতাকে কেন্দ্র করে ২৬ মার্চ থেকে ২৮ মার্চ পর্যন্ত হেফাজতে ইসলামীর নেতাকর্মী ও সাধারণ জনগণের সঙ্গে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্য ও ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীদের সংঘর্ষ, ভাংচুর ও অগ্নিসংযোগের ঘটনায় পুলিশ ১৫৪টি মামলা দায়ের করেছে; যাতে ৩২৭০ জন এজহারভুক্ত আসামীসহ বিপুল সংখ্যক অজ্ঞাতনামা ব্যক্তিকে আসামী করা হয়েছে।[৮১] মামলা দায়েরের পর থেকে পুলিশ নির্বিচারে গ্রেফতার চালিয়ে হেফাজত, বিএনপি এবং জামায়েত ইসলামীসহ বিরোধীদলের নেতা-কর্মীদের গ্রেফতার করে। এরমধ্যে সবচেয়ে বেশী গ্রেফতার হয় ব্রাহ্মণবাড়িয়ায়। ফলে এই সময়ে ব্রাহ্মনবাড়িয়া কারাগারে ধারণক্ষমতার চেয়ে অনেকগুণ বেশি বন্দি ছিল বলে জানা গেছে। কারগারটিতে বন্দি ধারণক্ষমতা ৬০০। অথচ সেখানে ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত

[৭৮] প্রথম আলো, ২৭ জুন ২০২১; https://www.prothomalo.com/bangladesh/**২৫-দিন-ধরে-নিখোঁজ-তিন-তরুণ-স্বজনদের-কান্না**

[৭৯] আইনানুযায়ী ব্যতীত জীবন ও ব্যক্তি-স্বাধীনতা হইতে কোন ব্যক্তিকে বঞ্চিত করা যাইবে না।

[৮০] প্রত্যেক মানুষের বাঁচার সহজাত অধিকার রহিয়াছে। এই অধিকার আইনের দ্বারা রক্ষিত হইবে। কোন ব্যক্তিকে খেয়াল-খুশিমত জীবন হইতে বঞ্চিত করা যাইবে না।

[৮১] নিউ এজ, ২৮ মে ২০২১; http://www.newagebd.net/article/138993/1230-hefazat-people-arrested-in-2-months

বন্দির সংখ্যা ছিল ১৭শ'জন।[৮২] দায়মুক্তির কারণে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যরা অনেক নাগরিককে কোন প্রমাণ ছাড়াই গ্রেফতার করে তাঁদের ওপর নির্যাতন চালায়। পরবর্তীতে তাঁদের কারাগারে পাঠানো হলেও নির্যাতনের কারণে অসুস্থ হয়ে পড়লেও তাঁরা চিকিৎসা থেকে বঞ্চিত হন বলে জানা গেছে। এঁদেরমধ্যে অনেকে মারা যান। সারাদেশে কারাগারের মোট ধারণ ক্ষমতা ৪২ হাজার ৪৫০ জন। অথচ ৩০ জুন পর্যন্ত বন্দি ছিল ৭৬ হাজার ৪৪৯ জন।[৮৩] এছাড়া দেশের প্রায় সব কারাগারের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিরুদ্ধে কারাগারে আটক বন্দিদের ওপর নির্যাতন, বন্দিদের খাবার নিয়ে বাণিজ্য, স্বজনদের সঙ্গে সাক্ষাৎ বাণিজ্যসহ বিভিন্ন ধরনের অনিয়ম ও দুর্নীতির ব্যাপক অভিযোগ পাওয়া গেছে।[৮৪]

৪৫. **এপ্রিল-জুন এই তিন মাসে ১৮ জন 'অসুস্থতাজনিত' কারণে কারাগারে মৃত্যুবরণ করেছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। এঁদের মধ্যে ১৬ জন বন্দি অসুস্থতা জনিত কারণে, ০১ জন বন্দি আত্মহত্যা, ০১ জন বন্দি কারাগারে নির্যাতনের কারণে মৃত্যুবরণ করেছেন বলে অভিযোগ রয়েছে।**

৪৬. গত ২৮ মে খাগড়াছড়ি জেলা কারাগারে মিলন বিকাশ ত্রিপুরা (২৬) নামে এক বন্দির মৃত্যু হয়েছে। তাঁর মাথায় আঘাত ও গলায় গামছা পেঁচানোর দাগ দেখা গেছে বলে জানিয়েছে পুলিশ। মিলন বিকাশের পরিবার অভিযোগ করেছে কারাগারে তাঁকে নির্যাতন করে হত্যা করা হয়েছে। গত ১৬ মে মিলন বিকাশকে গ্রেফতার করা হয়।[৮৫]

গণপিটুনীতে মানুষ হত্যা

৪৭. দায়মুক্তি এবং ব্যাপক দুর্নীতির কারণে রাষ্ট্রিয় প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতি মানুষ আস্থা হারিয়ে ফেলেছে। ফলে বিচারহীনতার সংস্কৃতি পরিলক্ষিত হচ্ছে এবং সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে গণপিটুনী দিয়ে হত্যা করার মত অপরাধগুলো সংঘটিত হচ্ছে।

৪৮. **২০২১ সালের এপ্রিল-জুন এই তিন মাসে গণপিটুনিতে ১৬ জন নিহত হয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে।**

৪৯. গত ১ এপ্রিল চট্টগ্রামের লোহাগাড়ার চুনতি ইউনিয়নে এক গৃহবধুকে শ্লীলতাহানির অভিযোগে সৈয়দ নূর (২৮) নামে একজন মানসিক ভারসাম্যহীন যুবককে এলাকার লোকজন গণপিটুনী দিয়ে হত্যা করে।[৮৬]

মৃত্যুদণ্ড ও মানবাধিকার

৫০. বাংলাদেশে প্রচলিত বিভিন্ন ফৌজদারি আইনে মৃত্যুদণ্ডের বিধান বহাল রয়েছে। প্রতি বছর নিম্ন আদালতে ব্যাপক সংখ্যক অভিযুক্তকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হচ্ছে। মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্তদের বেশীর ভাগই দরিদ্র, স্বল্পশিক্ষিত ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষ।[৮৭] দেশের বিভিন্ন জেলা থেকে প্রতিনিয়ত ডেথ রেফারেন্স মামলা এসে জমা হচ্ছে সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে। জমা হওয়া ডেথ রেফারেন্সের তুলনায় নিষ্পতির হার খুবই কম। ফলে সারাদেশে বছরের পর বছর কনডেম্ড সেলে অমানবিকভাবে মৃত্যুর প্রহর গুনছেন বহু অভিযুক্ত। বহু বছর কনডেম্ড সেলে (নির্জন প্রকোষ্ঠে) রাখার ফলে এবং যেকোন সময়ে দণ্ড কার্যকর হওয়ার আশঙ্কায় আটক ব্যক্তিরা মানসিক ও শারীরিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েন।

---

[৮২] মানবজমিন, ১ মে ২০২১; https://mzamin.com/article.php?mzamin=272394

[৮৩] https://www.prison.com.bd/

[৮৪] মানবজমিন, ৮ জুলাই ২০১৯; http://mzamin.com/article.php?mzamin=180233&cat=3

[৮৫] সিএইচটি নিউজ, ২৯ মে ২০২১; https://www.chtnews.com/**খাগড়াছড়ি-কারাগারে-মিলন/**

[৮৬] মানবজমিন, ২ এপ্রিল ২০২১; https://mzamin.com/article.php?mzamin=268543&cat=9

[৮৭] প্রথম আলো, ১৮ জুন ২০২১; https://www.prothomalo.com/bangladesh/**দেশে-মৃত্যুদণ্ডের-আসামিদের-মধ্যে-দরিদ্র-মানুষ-বেশি-গবেষণা**

৫১. এপ্রিল-জুন পর্যন্ত কারাগারে ০২ জনের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়েছে।

৫২.গত ৩০ মে ঝালকাঠি প্রেসক্লাবে এক সংবাদ সম্মেলন করে সাবেক সেনাসদস্য মোসলেম আলী খান তাঁর ছেলে মহিউদ্দিন হাসানাতকে নারায়ণগঞ্জ জেলার সিদ্ধিরগঞ্জ থানার এসআই জয়নাল আবেদীন একটি অপহরণ ও হত্যা মামলায় ফাঁসিয়ে দেয়ায় মহিউদ্দিন হাসানাতের বিরুদ্ধে ফাঁসির রায় হয়েছে বলে অভিযোগ করেন। সংবাদ সম্মেলনে মোসলেম আলী খান বলেন, ২০১২ সালে মহিউদ্দিন হাসানাতের শ্যালক রিফাত ঢাকার মণিপুরের বাসার সামনে থেকে অপহরণের শিকার হন এবং পরে তাঁর লাশ নারায়ণগঞ্জ জেলার সিদ্ধিরগঞ্জ থেকে উদ্ধার করা হয়। এই ঘটনায় মহিউদ্দিন হাসানাতকে নারায়ণগঞ্জ জেলার সিদ্ধিরগঞ্জ থানার এসআই জয়নাল আবেদীন গ্রেফতার করে। গ্রেফতারের পর মহিউদ্দিন হাসানাতের বাবা মোসলেম আলী খানের কাছে টাকা চায় জয়নাল আবেদীন। তিন লক্ষ টাকায় বিষয়টি রফা হয়। প্রথমে এক লক্ষ টাকা দেয়া হয় এবং বাকি টাকা দিতে না পারায় এসআই জয়নাল আবেদীন মহিউদ্দিন হাসানাতকে রিফাত অপহরণ ও হত্যা মামলায় অভিযুক্ত করে। ফলে এই মামলায় মহিউদ্দিন হাসানাতকে ফাঁসির দণ্ড দেয় নারায়ণগঞ্জ জেলা ও দায়রা জজ আদালত। মোসলেম উদ্দিন খানের দাবি, তাঁর ছেলেকে মিথ্যা ও ষড়যন্ত্রমূলক মামলায় আসামী করে ফাঁসির মতো সর্বোচ্চ সাজা দেয়া হয়েছে। বর্তমানে তিনি কারাগারে কনডেমড সেলে বন্দি আছেন। ২০২০ সালের ১১ নভেম্বর তিনি এই ঘটনায় এসআই জয়নাল আবেদীনের বিরুদ্ধে নারায়ণগঞ্জ চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে মামলা করেন।[৮৮]

৫৩.গত ৯ জুন রংপুরের মিঠাপুকুর উপজেলার ভক্তিপুর চৌধুরীপাড়া এলাকার আব্দুল হক নামে এক ব্যাক্তিকে ২০০২ সালে তাঁর স্ত্রীকে হত্যার দায়ে দিনাজপুর জেলা কারাগারে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হয় করা হয়।[৮৯]

৫৪.গত ১৭ জুন রাতে সিলেটের কেন্দ্রীয় কারাগারে স্ত্রী হত্যার দায়ে সিরাজুল সিরাজ নামে এক ব্যক্তির মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়। ২০০৭ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি সিলেট জেলা ও দায়রা জজ আদালত দ্রুত বিচার ট্রাইবুনালের বিচারক তাঁর ফাঁসির আদেশ দেন।[৯০]

নারীর প্রতি সহিংসতা

৫৫.এপ্রিল থেকে জুন এই তিন মাসেও নারীরা ধর্ষণ, যৌন হয়রানি, যৌতুক সহিংসতা এবং পারিবারিক সহিংসতার শিকার হয়েছেন। শিশু ধর্ষণের ঘটনা মারাত্মকভাবে বেড়েছে। ক্ষমতাসীনদলের নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে নারীদের ওপর বিভিন্ন ধরনের নিপীড়ন ও সহিংসতা চালানোর অভিযোগ রয়েছে। এই সমস্ত ঘটনার বিচার এবং অপরাধীদের সাজা হওয়ার সংখ্যা খুবই নগণ্য।

ধর্ষণ

৫৬.আইনের ফাঁক গলে ধর্ষকরা রেহাই পেয়ে যাওয়ার কারণে দেশে ব্যাপকভাবে ধর্ষণের ঘটনা ঘটেই চলেছে। ধর্ষণের বিচার না হওয়ার পেছনে পুলিশের অসহযোগিতা অন্যতম কারণ। মামলা করতে গিয়ে প্রায় অর্ধেক নারী ও শিশু এবং তাঁদের পরিবারের সদস্যরা বা তাঁদের সাহায্যকারী ব্যক্তিরা থানায় হেনস্তার শিকার হন। এই সময়ে ক্ষমতাসীনদলের নেতাকর্মীরা ধর্ষণের ঘটনা ঘটিয়েছে এবং মামলা তুলে নেয়ার জন্য ভিকটিমের পরিবারের সদস্যদের হুমকি দিয়েছে এবং হামলা করেছে।

---

[৮৮] যুগান্তর, ৩১ মে ২০২১; https://www.jugantor.com/country-news/426149/

[৮৯] মানবজমিন, ১১ জুন ২০২১; https://mzamin.com/article.php?mzamin=277878&cat=9/

[৯০] মানবজমিন, ১৮ জুন ২০২১; https://mzamin.com/article.php?mzamin=279188

৫৭.**গত তিন মাসে ৪০৪ জন নারী ও শিশু ধর্ষণের শিকার হয়েছেন। এঁদের মধ্যে ১৫৩ জন নারী, ২৩৯ জন মেয়ে শিশু এবং ১২ জনের বয়স জানা যায়নি। ঐ ১৫৩ জন নারীর মধ্যে ৫১ জন গণধর্ষণের শিকার হয়েছেন এবং ০৬ জনকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে। ২৩৯ জন মেয়ে শিশুর মধ্যে ২৭ জন গণধর্ষণের শিকার হয়েছেন, ০৮ জনকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে এবং ০১ আত্মহত্যা করেছেন। এই সময়কালে ৮৪ জন নারী ও শিশুকে ধর্ষণের চেষ্টা করা হয়েছে।**

৫৮.গত ১ এপ্রিল পটুয়াখালি জেলার বাউফল উপজেলার চন্দ্রদ্বীপ ইউনিয়নে এক গৃহবধূ ধর্ষণের শিকার হন। গত ২ এপ্রিল চন্দ্রদ্বীপ ইউনিয়ন পরিষদের সংরক্ষিত আসনের সদস্য নিলুফা বেগম ওই গৃহবধুকে নিয়ে বাউফল থানায় গেলে গৃহবধূ থানার নারী ও শিশু নির্যাতন হেল্প ডেস্কে গিয়ে অভিযোগ করেন। পরে পুলিশ ভিক্টিমকে তাদের হেফাজতে নেয়। কিন্তু গৃহবধূকে সাহায্যকারী ইউপি সদস্য নিলুফা বেগমকে এস আই জাহিদ নামে এক পুলিশ কর্মকর্তা ওইদিন গভীর রাত পর্যন্ত থানায় আটকে রাখে। এই সময় পুলিশ তাঁর সাথে অশালীন ব্যবহার করে এবং নানা রকম ভয়ভীতি দেখায়। এইদিন রাত আনুমানিক ২ টায় নিলুফা বেগমকে থানা থেকে ছেড়ে দেয়ার পর তিনি শহরে এক আত্মীয়র বাসায় আশ্রয় নেন। পরের দিন ৩ এপ্রিল তিনি এলাকায় ফিরলে ধর্ষকদের লোকজন তাঁকে দেখে নেবে বলে হুমকি দেয়। যদিও পরবর্তীতে মামলাটি রেকর্ড করা হয় এবং আসামী কালামকে গ্রেফতার করা হয়। কিন্ত এসআই জাহিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার কোন খবর পাওয়া যায়নি।[৯১]

৫৯.গত ২১ মে মাদারীপুরের শিবচর উপজেলার বাঁশকান্দি ইউনিয়নে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের সাবেক নেতা মোস্তাফিজুর রহমান নাসির ৯ম শ্রেণীতে পড়ুয়া এক মাদ্রাসা শিক্ষার্থীকে তার বন্ধুর বাড়িতে নিয়ে ধর্ষণ করে। পরে পরিবারের সদস্যরা ঘটনাস্থল থেকে বিপর্যস্ত অবস্থায় ভিকটিমকে উদ্ধার করে। এই ঘটনায় ভিকটিমের বাবা বিচার চাইলে তাঁকে মারধর করে ধর্ষক মোস্তাফিজুর রহমান নাসির।[৯২]

যৌন হয়রানি

৬০.এই তিন মাসে যৌন হয়রানি ব্যাপকভাবে অব্যাহত ছিল। এই সময়ে ক্ষমতাসীন দলের নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে নারীদের ওপর যৌন হয়রানির অভিযোগ পাওয়া গেছে। যৌন হয়রানির প্রতিবাদ করায় প্রতিবাদকারীদের ওপর দুবৃর্ত্তরা হামলা চালিয়েছে।[৯৩]

৬১.**এপ্রিল-জুন পর্যন্ত সময়ে মোট ৩০ জন নারী ও মেয়ে শিশু যৌন হয়রানির শিকার হয়েছেন। এঁদের মধ্যে ০১ জন আত্মহত্যা করেন। এছাড়া ০১ জন আহত, ০৬ জন লাঞ্ছিত, ২২ জন বিভিন্নভাবে হয়রানির শিকার হয়েছেন। এছাড়া, যৌন হয়রানির প্রতিবাদ করতে গিয়ে ০৮ জন পুরুষ ও ০৩ জন নারী আহত হয়েছেন।**

৬২.গত ২২ এপ্রিল সুনামগঞ্জ জেলার দিরাই বাজারের সেন মার্কেটে এক স্কুলছাত্রী কেনাকাটা করতে গেলে অভি নামে এক যুবক ওই স্কুল ছাত্রীর হাত ধরে জোর করে একটি দোকানের ভেতরে নিয়ে শ্লীলতাহানী করে। এই সময় আশেপাশের লোকজন সেখানে জড়ো হয়। ঘটনার খবর পেয়ে অভির চাচাতো ভাই সুনামগঞ্জ জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সহ-সম্পাদক সোহেল মিয়া ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে ঘটনা কাউকে

[৯১] যুগান্তর, ৩ এপ্রিল ২০২১; https://www.jugantor.com/country-news/408245/
[৯২] নয়াদিগন্ত, ৩০ মে ২০২১; https://www.dailynayadiganta.com/more-news/585130/
[৯৩] প্রথম আলো, ১৫ এপ্রিল ২০২১; https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/**উত্ত্যক্তের-প্রতিবাদ-করায়-বখাটেদের-হামলা-আহত-৭**

জানালে এসিড দিয়ে মুখ ঝলসে দেয়া হবে বলে স্কুলছাত্রীকে হুমকি দেয়। এই ঘটনায় স্কুলছাত্রীর বাবা দিরাই থানায় একটি মামলা দায়ের করেন।[৯৪]

যৌতুক সহিংসতা

৬৩. এই সময়ে যৌতুকের দাবিতে নারীদের ওপর সহিংসতা ব্যাপকভাবে বিদ্যমান ছিল। যৌতুক না পাওয়ায় নারীদের আগুনে পুড়িয়ে, পিটিয়ে, শ্বাসরোধ ও কুপিয়ে আহত করা এবং হত্যা করার মতো অমানবিক ঘটনা ঘটেছে। মেয়ের বিয়ের যৌতুকের টাকা জোগাড় করতে না পেরে বাবা আত্মহত্যা করেছেন এমন ঘটনাও ঘটেছে। আইনের শাসনের অভাবে অধিকাংশ ভুক্তিভোগী ন্যায় বিচার থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। উল্লেখ্য যৌতুক নিরোধ আইন ২০১৮ অনুযায়ী যৌতুক দেয়া ও নেয়া দণ্ডনীয় অপরাধ।[৯৫]

৬৪. **গত তিন মাসে মোট ৫৮ জন নারী যৌতুক সহিংসতার শিকার হয়েছেন। ১৪ জন নারীকে যৌতুকের কারণে হত্যা করা হয়েছে ও ৪১ জন বিভিন্নভাবে নিপীড়নের শিকার হয়েছেন। ০৩ জন নারী যৌতুকের কারণে আত্মহত্যা করেছেন বলে অভিযোগ রয়েছে।**

৬৫. চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে মেয়ের বিয়ের যৌতুকের টাকা জোগাড় করতে না পেরে জামাল নামে এক প্রতিবন্ধী রিকসাচালক গত ৯ এপ্রিল নিজ বাড়িতে আত্মহত্যা করেন। জামাল দুই মাস আগে তাঁর এক মেয়েকে বিয়ে দিয়েছিলেন। সেই মেয়ের শ্বশুড়বাড়ি থেকে প্রতিনিয়ত যৌতুকের জন্য চাপ দেয়ায় জামাল আত্মহত্যা করেন।[৯৬]

শ্রমিকদের ওপর নিপীড়ন

৬৬. এপ্রিল থেকে জুন মাস পর্যন্ত আনুষ্ঠানিক (ফরমাল) এবং অনানুষ্ঠানিক (ইনফরমাল) এই দুই সেক্টরের শ্রমিকরা বিভিন্নভাবে মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার হয়েছেন। এই সময়ে চট্টগ্রামের বাঁশখালীতে বিভিন্ন দাবি দাওয়া নিয়ে আন্দোলনরত শ্রমিকদের ওপর পুলিশ গুলি চালালে ৭ জন শ্রমিক নিহত হন। তৈরি পোশাক শিল্প শ্রমিকদের না জানিয়ে কারখানা বন্ধ করে দেয়া, শ্রমিক ছাঁটাই ও সেই সঙ্গে বেতন সঠিক সময়ে প্রদান না করার ঘটনায় শ্রমিকরা বিক্ষোভ করলে পুলিশ তাঁদের ওপর হামলা করেছে।

৬৭. বাংলাদেশে প্রায় ৩২ লাখ শিশু শ্রমিক রয়েছে। এর মধ্যে ১৩ লাখ শিশু ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত।[৯৭] কামরাঙ্গিরচর, বংশাল, চকবাজারসহ পুরানো ঢাকার বিভিন্ন আবাসিক এলাকায় জুতার কারখানায় এবং ঢাকা জেলার সাভারের হেমায়েতপুরে ট্যানারির মতো ঝুঁকিপূর্ণ কাজে শিশুরা কাজ করছে। এদের বয়স গড়ে ৯ থেকে ১২ বছরের মধ্যে। বাংলাদেশ শ্রম আইনের ৩৪ ধারা অনুযায়ী, ১৪ বছরের কম বয়সী কোনো শিশুকে কারখানায় নিয়োগ দেয়ার সুযোগ নাই। আবার ১৪ বছর থেকে ১৮ বছর বয়সীদের সরকারঘোষিত ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োগ দেয়া যাবে না।[৯৮] শিশুশ্রমের মূল কারণ দারিদ্র। হতদরিদ্র পরিবারের শিশুরা মূলত শিশু শ্রমিক হিসেবে কাজ করতে বাধ্য হচ্ছে।[৯৯]

---

[৯৪] মানবজমিন, ২৪ এপ্রিল ২০২১; https://mzamin.com/article.php?mzamin=271452

[৯৫] https://www.dpp.gov.bd/upload_file/gazettes/37373_28337.pdf

[৯৬] যুগান্তর, ১০ এপ্রিল ২০২১; https://www.jugantor.com/country-news/410592

[৯৭] প্রথম আলো, ১ মে ২০২১; https://www.prothomalo.com/bangladesh/capital/**শিশুশ্রমমুক্ত-আট-খাত-কেবল-কাগজকলমে**

[৯৮] https://www.dpp.gov.bd/upload_file/gazettes/14212_75510.pdf

[৯৯] প্রথম আলো, ১ মে ২০২১; https://www.prothomalo.com/bangladesh/capital/**শিশুশ্রমমুক্ত-আট-খাত-কেবল-কাগজকলমে**

শ্রমিকদের গুলি করে হত্যা

৬৮.চট্টগ্রাম জেলার বাঁশখালী উপজেলার গন্ডামারায় চীনা প্রতিষ্ঠান সেপকো ইলেকট্রিক পাওয়ার কনস্ট্রাকশন কর্পোরেশন এর অর্থায়নে বাংলাদেশী প্রতিষ্ঠান এস আলম গ্রুপ এসএম পাওয়ার প্ল্যান্ট নামে একটি কয়লাভিত্তিক বিদুৎ কেন্দ্র নির্মাণ করছে। নির্মাণকাজে নিয়োজিত শ্রমিকরা কর্মঘন্টা কমিয়ে আনা, বেতন বাড়ানো, বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ, পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা চালুসহ ১২ দফা দাবি নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন করে আসছিলেন।[১০০] এই বিষয়ে গত ১৬ এপ্রিল থেকে শ্রমিকরা বিক্ষোভ শুরু করেন। গত ১৭ এপ্রিল পুলিশ বিক্ষোভরত শ্রমিকদের ওপর গুলি চালালে আহমেদ রেজা (১৮), রনি (২২), শুভ (২৪), মোহাম্মদ রাহাত (২২) ও মোহাম্মদ রায়হান (১৮) নামে ৫ জন শ্রমিক নিহত হন।[১০১] এই ঘটনায় বহু শ্রমিক গুরুতর আহত হন। আহতের মধ্যে গত ২০ এপ্রিল রাজেউল ইসলাম (২৫) এবং ২১ এপ্রিল শিমুল আহমেদ (২২) চট্টগ্রামে দুটি পৃথক বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান।[১০২] এই ঘটনায় বাঁশখালি থানায় দুটি মামলা দায়ের করা হয়। এতে অজ্ঞাতনামা সাড়ে তিনহাজার ব্যক্তিকে আসামী করা হয়। অজ্ঞাতনামা আসামী যোগ করে দেয়ায় পুলিশ গণগ্রেফতার করবে বলে আশংকা প্রকাশ করেছেন শ্রমিকরা।[১০৩] এছাড়া গুলিতে মৃত্যুর দায় শ্রমিকদের ওপর চাপিয়েছে পুলিশ। পুলিশের করা হত্যা মামলায় বলা হয়েছে, শ্রমিকদের গুলিতে শ্রমিকরা মারা যান, তাঁদের হাতেও ছিল অস্ত্র। অথচ ঘটনার দিন পুলিশ নিজেই বলেছিল, আত্মরক্ষার্থে গুলি ছোঁড়া হয়।[১০৪] উল্লেখ্য, ২০১৬ সালে গণ্ডামারা এলাকায় কয়লাভিত্তিক বিদুৎ প্রকল্প স্থাপনের বিরুদ্ধে স্থানীয় অধিবাসীরা আন্দোলন গড়ে তুলেন। ঐ বছরের ৪ এপ্রিল এলাকাবাসী 'বসতভিটা ও ভূমি রক্ষা কমিটি'র ব্যানারে গণ্ডামারা এলাকায় সমাবেশের আয়োজন করেন। অন্যদিকে একই জায়গায় ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ দলীয় সংসদ সদস্য মোস্তাফিজুর রহমানের অনুসারী আওয়ামী লীগ নেতা শামসুল আলম কয়লা ভিত্তিক বিদুৎ প্রকল্প স্থাপনের পক্ষে এক সমাবেশ ডাকেন। পাল্টাপাল্টি সমাবেশ ডাকায় স্থানীয় প্রশাসন ঐ এলাকায় ১৪৪ ধারা জারি করে। কিন্তু এলাকাবাসী ১৪৪ ধারা ভেঙে সমাবেশ করতে চাইলে পুলিশ ও তাদের সঙ্গে থাকা দুর্বৃত্তরা এলাকাবাসীর ওপর গুলি ছোঁড়ে। এতে শতাধিক লোক গুলিবিদ্ধ হন। এরমধ্যে গণ্ডামারা এলাকার মুর্তুজা আলী (৫২), আঙ্গুর আলী (৪৫), জাকের আহমেদ (৩৫), গোলাম মোহাম্মদ (৪০), বাদশা (৩০) এবং নাম না জানা একজন নারী গুলিতে নিহত হন।[১০৫]

---

[১০০] আমাদের সময়, ১৮ এপ্রিল ২০২১; https://www.dainikamadershomoy.com/post/311353

[১০১] প্রথম আলো, ১৭ এপ্রিল ২০২১; https://www.prothomalo.com/bangladesh/**শ্রমিকেরা-গুলিবিদ্ধ-পুলিশের-শরীরে-ইটপাথরের-আঘাত**

[১০২] প্রথম আলো, ২২ এপ্রিল ২০২১; https://epaper.prothomalo.com/?pagedate=2021-4-22&edcode=71&subcode=71&mod=1&pgnum=1&type=a

[১০৩] প্রথম আলো, ১৮ এপ্রিল ২০২১; https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/**বাঁশখালী-বিদ্যুৎকেন্দ্রের-নির্মাণকাজ-বন্ধ-২-মামলা**

[১০৪] প্রথম আলো, ২৩ এপ্রিল ২০২১; https://www.prothomalo.com/bangladesh/**হত্যার-দায়-চাপানো-হচ্ছে-শ্রমিকদের-ওপরই**

[১০৫] বাংলাদেশ প্রতিদিন, ৫ এপ্রিল ২০১৬; https://www.bd-pratidin.com/first-page/2016/04/05/136710

চট্টগ্রামে বাঁশখালীর কয়লা বিদ্যুৎ প্রকল্পে শ্রমিক-পুলিশ সংঘর্ষ চলাকালে গুলিবিদ্ধ এক শ্রমিককে চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। ছবি: দৈনিক আমাদের সময়, ১৮ এপ্রিল ২০২১

বাঁশখালী উপজেলা হাসপাতালে নিহত শ্রমিক আহমেদ রেজার লাশ নিয়ে মায়ের আহাজারি। ছবি: প্রথম আলো ১৭ এপ্রিল ২০২১

তৈরি পোশাক শিল্পের শ্রমিকদের অবস্থা

৬৯. তৈরি পোশাক শিল্প শ্রমিকদের না জানিয়ে কারখানা বন্ধ করে দেয়া, শ্রমিক ছাঁটাই ও সেই সঙ্গে বেতন সঠিক সময়ে প্রদান না করার ঘটনা প্রায়ই ঘটছে এবং এর ফলে শ্রমিক অসন্তোষের সৃষ্টি হচ্ছে। বহু কারখানায় শ্রমিকরা এখনও ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার থেকে বঞ্চিত। ২০১৩ সালের ২৪ এপ্রিল রানা প্লাজা ধসের আগে ট্রেড ইউনিয়ন গঠন করা খুবই কঠিন ছিল। কিন্তু এই ঘটনার পর আন্তর্জাতিক চাপে ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধিত হওয়ার ব্যাপরটি গতি পায়। বর্তমানে নানা পন্থায় ট্রেড ইউনিয়নের সংখ্যা বাড়ানো হচ্ছে। নিবন্ধিত ইউনিয়নের বেশীর ভাগই কাগুজে, অর্থ্যাৎ কারখানা পর্যায়ে অস্তিত্ব নাই। সাধারণ শ্রমিকরা যেন সংগঠন করতে না পারে সে জন্য মালিকপক্ষই পছন্দের শ্রমিক দিয়ে ইউনিয়ন নিবন্ধন করিয়ে নিচ্ছে। তাতে সহায়তা করছে কিছু শ্রমিক নেতা। অন্যদিকে ইউনিয়ন করতে গেলেই সাধারণ শ্রমিকরা হয়রানির মুখে পড়ছেন। ছাঁটাই ও হামলার শিকার হচ্ছেন অনেকে। আবার আইনের মারপ্যাঁচে অনেক প্রকৃত ট্রেড ইউনিয়নের আবেদন বাতিল করা হচ্ছে। এর সঙ্গে যুক্ত রয়েছে শ্রম অধিদপ্তরের দুর্নীতিপরায়ন কর্মকর্তারা।[১০৬]

৭০. গত ১০ মে গাজীপুর জেলার টঙ্গীতে হামীম গ্রুপের একটি পোশাক কারখানার শ্রমিকরা ঈদের ছুটি বাড়ানোর দাবিতে বিক্ষোভ করলে পুলিশ তাঁদের ওপর প্রথমে লাঠিচার্জ করে এবং পরে গুলি চালায়। এই ঘটনায় ১২ জন শ্রমিক আহত হন। শ্রমিকদের ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

[১০৬] প্রথম আলো, ১ মে ২০২১; https://www.prothomalo.com/business/industry/**কাগুজে-ট্রেড-ইউনিয়নের-সংখ্যাই-বাড়ছে**

বেশীরভাগ শ্রমিকেরই পায়ে ও পিঠে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। পায়ে গুলিবিদ্ধ শ্রমিক রনি ইসলাম জানান, ঈদে বাড়তি ছুটির দাবি নিয়ে তাঁরা কাজ বন্ধ রেখে টঙ্গী মিলগেটে জমায়েত হন। এই সময় আচমকা পুলিশ এসে তাঁদের পেটাতে থাকে। পুলিশের হামলায় একজন শ্রমিকের মাথা ফেটে যায়। কেন বিনা কারণে তাঁদের ওপর হামলা চালানো হলো জানতে চাইলে, পুলিশ আরও মারমুখী হয়ে ওঠে এবং তাঁদের ওপর লাঠিচার্জ করে ও গুলি চালায়।[১০৭]

টঙ্গীর মিলগেটে শ্রমিকদের ওপর গুলি চালানোর অভিযোগ উঠেছে। ছবি: প্রথম আলো, ১০ মে ২০২১

ছুটির দাবিতে সড়কে নামলে পুলিশ রবার বুলেট ছোড়ে ও লাঠিচার্জ করে। ছবি: প্রথম আলো, ১০ মে ২০২১

৭১. ঢাকার আশুলিয়ায় ঢাকা রপ্তানি প্রক্রিয়াজাতকরণ এলাকায় (ডিইপিজেড) লেনী ফ্যাশনস্ নামে একটি গার্মেন্টস কারখানা ফেব্রুয়ারি মাসে বন্ধ করে দেয় মালিকপক্ষ। গত ১৩ জুন কারখানার শ্রমিকরা বকেয়া বেতনের দাবিতে বিক্ষোভ করেন এবং নবীনগর-চন্দ্রা মহাসড়ক অবরোধের চেষ্টা করলে পুলিশ তাঁদের ওপর হামলা চালায়। এই সময় পুলিশের ধাওয়ায় বৈদ্যুতিক খুঁটিতে মাথায় আঘাত লেগে গোল্ডডেক্স গার্মেন্টস নামে অন্য একটি গার্মেন্টস এর নারী শ্রমিক জেসমিন বেগম নিহত হন।[১০৮]

[১০৭] প্রথম আলো, ১০ মে ২০২১; https://www.prothomalo.com/bangladesh/**ছুটি-বাড়াতে-রাস্তায়-শ্রমিকেরা-পুলিশের-গুলিলাঠিপেটা**

[১০৮] প্রথম আলো, ১৪ জুন ২০২১; https://epaper.prothomalo.com/?mod=1&pgnum=6&edcode=71&pagedate=2021-6-14

চা-বাগান শিল্প শ্রমিকদের অবস্থা

৭২. চা-বাগান শিল্পের নিম্নতম মজুরি বোর্ড শ্রমিকদের জন্য খসড়া মজুরি চূড়ান্ত করেছে। বাগানভেদে স্থায়ী চা-শ্রমিকদের নূন্যতম দৈনিক মজুরি হবে ১১৭-১২০ টাকা। এর বাইরে আবাসন, ভর্তুকি মূল্যে চাল বা আটা, বছরের দুইটি উৎসব ভাতাসহ অন্য সুযোগ-সুবিধা পাবেন। আর শিক্ষানবিশ শ্রমিকের দৈনিক মজুরি হবে ১১০ টাকা। তবে এই বোর্ডে চা-বাগান শিল্পের শ্রমিকপক্ষের অস্থায়ী প্রতিনিধি রাম ভজন কৈরী খসড়া সুপারিশে আপত্তি জানিয়ে তাতে স্বাক্ষরদানে বিরত থাকেন। রাম ভজন কৈরী জানান, দুই বছর অন্তর অন্তর চা-বাগান মালিক ও শ্রমিকপক্ষের মধ্যে চুক্তির ভিত্তিতে মজুরি সমন্বয় করা হয়। সেই চুক্তির ভিত্তিতেই গত বছর বাগানভেদে ১১৭-১২০ টাকা দৈনিক মজুরি নির্ধারণ করা হয়। মজুরি বোর্ডে শ্রমিকরা জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় মজুরি হিসাব করে দৈনিক ৩০০ টাকাসহ দুই উৎসবের মূল মজুরির সমান ভাতা দাবি করেছিলেন।[১০৯]

ইউরোপে পাড়ি জমাতে গিয়ে বাংলাদেশী অভিবাসন প্রত্যাশী নাগরিক উদ্ধার ও আটক অব্যাহত

৭৩. বাংলাদেশের নাগরিকদের ঝুঁকিপূর্ণ সাগর পাড়ি দিয়ে অভিবাসী হওয়ার চেষ্টা অব্যাহত আছে। একাজে মানবপাচারকারী চক্র অনেক বছর ধরে সক্রিয় রয়েছে এবং তারা সাধারণ মানুষকে ধোকা দিয়ে তাঁদের মৃত্যুমুখে ঠেলে দিচ্ছে। মানবপাচারকারী চক্রের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা সরকার এবং ক্ষমতাসীনদলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হওয়ায় তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নিতে দেখা যায় না। লিবিয়া ও তিউনিসিয়া থেকে ভূমধ্যসাগর পাড়ি দিয়ে ইউরোপ যাত্রার ক্ষেত্রে নৌকা ডুবে প্রায়ই অভিবাসন প্রত্যাশী বাংলাদেশী নাগরিকদের মৃত্যু হয়। ২০১৫ সালের পর থেকে এ পর্যন্ত আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থা (আইওএম) সহায়তায় ভূমধ্যসাগর থেকে উদ্ধার হওয়া ২ হাজার ৯০০ বাংলাদেশি লিবিয়া থেকে দেশে ফিরেছেন।[১১০]

৭৪. ভূমধ্যসাগর পাড়ি দিয়ে ইতালি যাওয়ার সময় গত ১৮ মে ৩৬ জন, ২৭ ও ২৮ মে ২৪৩ জন এবং ১০ জুন ১৬৪ জন বাংলাদেশী নাগরিককে উদ্ধার করেছে তিউনিসিয়ার কোস্টগার্ড। এছাড়া গত মে মাসে লিবিয়ার অবৈধ অভিবাসন দমন বিভাগের কর্মকর্তারা আলজেরিয়ার সীমান্তবর্তী মরু এলাকা দারাসে অপহরণকারীদের কবল থেকে ৮৬ জন বাংলাদেশী নাগরিককে উদ্ধার করেছে। মানবপাচারকারীদের খপ্পরে পড়ে এইভাবে ইউরোপে পাড়ি জমাতে গিয়ে গত এক মাসে লিবিয়া ও তিউনিসিয়ায় ৫২৯ জন বাংলাদেশী উদ্ধার ও আটক হয়েছেন।[১১১]

৭৫. সরকার দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার বেড়েছে বলে দাবি করলেও বর্তমানে ধনী ও দরিদ্র এই দুই শ্রেণীর মধ্যে ব্যবধান অত্যন্ত প্রকট হয়েছে। অন্যদিকে আওয়ামী লীগ সরকার বিরোধীদল ও ভিন্নমতাবলম্বীদের ওপর ব্যাপক দমন-পীড়ন চালিয়ে যাচ্ছে। বিরোধীদলের হাজার হাজার নেতাকর্মীর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের এবং তাঁদের গ্রেফতার করা হয়েছে। গুম, নির্যাতন ও বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছেন অসংখ্য বিরোধীদলের নেতা-কর্মী। এইরকম পরিস্থিতিতে অনেকেই দেশের বাইরে গিয়ে রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থনা করছেন। জীবিকার তীব্র সংকটের কারণে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর বেকার যুবকরা

---

[১০৯] প্রথম আলো, ২১ জুন ২০২১; https://www.prothomalo.com/business/economics/**চাগ্রমিকের-দৈনিক-মজুরি-১২০-টাকার-খসড়ায়-আপত্তি**

[১১০] প্রথম আলো, ১৪ জুন ২০২১; https://www.prothomalo.com/bangladesh/**এক-মাসে-উদ্ধার-৫২৯-বাংলাদেশি**

[১১১] প্রথম আলো, ১৪ জুন ২০২১; https://www.prothomalo.com/bangladesh/**এক-মাসে-উদ্ধার-৫২৯-বাংলাদেশি**

এবং রাজনৈতিক কারণে বিরোধীদলের নেতা-কর্মীরা অত্যন্ত ঝুঁকি নিয়ে মানব পাচারকারীদের খপ্পরে পড়ে দূর্গম পথে বিদেশে পাড়ি দিতে গিয়ে জীবন হারাচ্ছেন অথবা আটক হয়ে মানবেতর জীবনযাপন করছেন।

ক্ষুদ্রজাতিগোষ্ঠির নাগরিকদের মানবাধিকার লংঘন

৭৬.গত ১৮ জুন বান্দরবানের রোয়াংছড়ি এলাকায় ক্ষুদ্রজাতিগোষ্ঠি ত্রিপুরা সম্প্রদায়ের নাগরিক স্থানীয় মসজিদের ইমাম ওমর ফারুককে মসজিদে নামাজ আদায় করে ঘরে ফেরার পথে গুলি করে হত্যা করেছে দুবৃর্ত্তরা। ২০১৪ সালে খ্রিস্টান থেকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে বেরণ চন্দ্র ত্রিপুরা নাম পরিবর্তন করে হন ওমর ফারুক। এরপর তিনি ইসলাম ধর্ম প্রচার করে তাঁর এলাকায় ১০/১২ জনকে মুসলমান করেন। নিহত ওমর ফারুক নিজের জায়গায় একটি মসজিদ নির্মাণ করে নামাজের সময় ইমামতি করতেন। মুসলমান হওয়ার পর থেকেই কিছু দুর্বৃত্ত তাঁকে ক্রমাগত হুমকি দিয়ে আসছিল।[১১২]

ওমর ফারুক। হেল্প ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ছবি: ২১ জুন ২০২১

অনান্য দেশের সঙ্গে আন্তঃযোগাযোগ

বাংলাদেশের ওপর ভারতের আধিপত্য বিস্তার অব্যাহত

৭৭.বাংলাদেশের ওপর ভারতের আধিপত্য বিস্তারের নানা তৎপরতা অব্যাহত আছে। প্রতিবেশী দেশ ভারত বাংলাদেশকে শুষ্ক মৌসুমে পানির ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করে আসছে এবং এই কারণে বাংলাদেশের অধিকাংশ নদীই মৃতপ্রায়। বারবার প্রতিশ্রুতি দিয়েও ভারত সরকার বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে তিস্তা চুক্তি সম্পাদন করেনি। বঙ্গোপসাগরে মহীসোপানে[১১৩] বাংলাদেশের প্রাপ্য অংশকে নিজেদের অংশ দাবি করে জাতিসংঘে ভারত সরকার আপত্তি জানিয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন সময়ে সীমান্ত এলাকায় বাংলাদেশের মধ্যেকার রাস্তা-ঘাট বা কোন স্থাপনা নির্মাণ বা সংস্কারে বিএসএফ বাধা দিচ্ছে।

৭৮.সমুদ্রপৃষ্ঠের যে বেসলাইনের ভিত্তিতে বাংলাদেশ মহীসোপান নির্ধারণ করেছে, তা ভারতের অংশ বলে গত ১৮ এপ্রিল জাতিসংঘের মহীসোপান নির্ধারণ সংক্রান্ত কমিশনে বাংলাদেশের দাবিকে বিবেচনায় না নেয়ার অনুরোধ জানিয়েছে ভারত। ভারতের আগে ২০২১ এর জানুয়ারিতে বাংলাদেশের দাবির বিষয়ে পর্যবেক্ষণ দিয়েছে মিয়ানমার। কিন্তু ভারতের মতো বাংলাদেশের দাবির প্রতি আপত্তি জানায়নি। আইনগতভাবে বাংলাদেশের মহীসোপানের যতটা প্রাপ্য, তা থেকে নিজেদের অংশ বলে দাবী করছে দুই প্রতিবেশী দেশ।

[১১২] মানবজমিন, ২১ জুন ২০২১; https://mzamin.com/article.php?mzamin=279652

[১১৩] পৃথিবীর মহাদেশগুলোর চর্তুদিকে স্থলভাগের যে অংশ অল্প অল্প ঢালু হয়ে সমুদ্রের পানির মধ্যে নেমে গেছে তাকে মহীসোপান বলে।

উল্লেখ্য ২০১১ সালে জাতিসংঘের কাছে মহীসোপানের দাবির বিষয়ে বাংলাদেশ আবেদন করে। ২০২০ সালের অক্টোবরে ওই দাবির বিষয়ে সংশোধনী জমা দেয় বাংলাদেশ।[১১৪]

৭৯. চট্টগ্রামের মীরসরাইয়ে বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তবর্তী এলাকায় বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ওবায়দুল হক খন্দকার সড়কটি নো-ম্যান্সল্যান্ডে পড়েছে বলে দাবি করে এর সংস্কার কাজ বন্ধ করে দিয়েছে ভারতীয় সীমান্ত রক্ষবিাহিনী বিএসএফ। সংস্কার কাজ মাঝপথে বন্ধ হওয়ায় জরুরী খাদ্যশস্য পরিবহন, অসুস্থ রোগী পরিবহনসহ যাবতীয় স্বাভাবিক চলাচলে বাধাগ্রস্থ হয়ে সড়ক ব্যবহারকারী বাংলাদেশী নাগরিকরা মারাত্মক সমস্যায় পড়েছেন। এই বিষয়ে বাংলাদেশি সীমান্ত রক্ষী বাহিনী (বিজিবি) ও ভারতীয় সীমান্ত রক্ষবিাহিনী বিএসএফ এর মধ্যে কয়েকবার পতাকা বৈঠক হলেও এর কোন সুরাহা হয়নি। [১১৫]

ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী কর্তৃক মানবাধিকার লংঘন

৮০. **এপ্রিল-জুন পর্যন্ত বিএসএফ'র হাতে ০২ জন বাংলাদেশী নিহত হয়েছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এই সময়ে ০৩ জন বাংলাদেশী বিএসএফ'র নির্যাতনে আহত হয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। উল্লেখ্য, আজ পর্যন্ত বিএসএফ কর্তৃক হত্যা এবং নির্যাতনের কোনো ঘটনারই বিচার হয়নি।**[১১৬]

৮১. গত ৫ এপ্রিল চাঁপাইনবাবগঞ্জের সীমান্ত এলাকা বকচরে উমর ফারুক নামে এক যুবকের লাশ উদ্ধার করেছে বাংলাদেশ পুলিশ। ফারুকের পরিবারের সদস্যরা জানান, চার বছর আগে ফারুক নির্মাণ শ্রমিক হিসেবে কাজ করার জন্য ভারতে যায়। দীর্ঘদিন পর বাড়িতে ফেরার পথে ভারতীয় সীমান্ত রক্ষীবাহিনী বিএসএফের সদস্যরা তাকে পিটিয়ে হত্যা করে লাশ নদীতে ফেলে দেয়।[১১৭]

৮২. গত ২৯ জুন লালমনিরহাট জেলার পাটগ্রাম উপজেলার শমসের নগর সীমান্তে রিফাত হোসেন (৩২) নামে এক বাংলাদেশী যুবককে ভারতীয় সীমান্ত রক্ষীবাহিনী বিএসএফের সদস্যরা গুলি করে হত্যা করে।[১১৮]

বাংলাদেশে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠি

৮৩. রাখাইনে রোহিঙ্গাদের ওপর মানবাধিকার লংঘনের ঘটনা অব্যাহত আছে এবং তাঁরা দেশত্যাগ করে বাংলাদেশে প্রবেশ করছেন। মিয়ানমারের কারাগারে আটক থাকার পর মুক্তি পাওয়া ছয় রোহিঙ্গা শরণার্থী গত ২৯ এপ্রিল মিয়ানমারেরর আকিয়াবের মংডু শহরের সীমান্ত পয়েন্ট দিয়ে কক্সবাজারের টেকনাফ উপজেলার হ্নীলা ইউনিয়নের জাদিমোরা শালবাগান এলাকায় প্রবেশ করেন। পরে তাঁরা রোহিঙ্গা শিবিরে থাকা তাঁদের পরিবারের কাছে আশ্রয় নেন।[১১৯] গত ১২ জুন কক্সবাজার জেলার টেকনাফের নাফ নদীতে ভাসমান অবস্থায় এক নারী ও দুই শিশুর (বয়স ৭ ও ৩) লাশ উদ্ধার করা হয়। পুলিশের মতে, মৃত এই নারী রোহিঙ্গা এবং শিশু দুটি তাঁর মেয়ে। মিয়ানমার থেকে বাংলাদেশে আসার পথে নৌকা ডুবে তাঁদের মৃত্যু হয়েছে।[১২০]

---

[১১৪] প্রথম আলো, ১৮ এপ্রিল ২০২১; https://www.prothomalo.com/bangladesh/**সাগরে-মহীসোপানের-দাবি-বাংলাদেশের-জাতিসংঘে-আপত্তি-ভারতের**

[১১৫] যুগান্তর, ২৯ মে ২০২১; https://www.jugantor.com/country-news/425710/

[১১৬] *অধিকার* বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৭ http://odhikar.org/wp-content/uploads/2018/01/Annual-HR-Report-2017_English.pdf

[১১৭] যুগান্তর, ৬ এপ্রিল ২০২১; https://www.jugantor.com/todays-paper/news/409077/

[১১৮] যুগান্তর, ২৯ জুন ২০২১; https://www.jugantor.com/country-news/437182/

[১১৯] প্রথম আলো, ৩০ এপ্রিল ২০২১; https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/**মিয়ানমার-থেকে-৬-রোহিঙ্গার-টেকনাফে-অনুপ্রবেশ**

[১২০] প্রথম আলো, ১৩ জুন ২০২১; https://epaper.prothomalo.com/?mod=1&pgnum=16&edcode=71&pagedate=2021-6-13

৮৪. জাতিসংঘ ও আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠনগুলোর আপত্তি থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশ সরকার ২০২০ সালের ৪ ডিসেম্বর কক্সবাজারের বিভিন্ন ক্যাম্প থেকে ভাসানচরে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের স্থানান্তর শুরু করে। ২০২০ সালের ২ ডিসেম্বর জাতিসংঘ একটি বিবৃতি দিয়ে এই স্থানান্তরের বিরোধীতা করেছিল। এতে জাতিসংঘ রোহিঙ্গা স্থানান্তরের প্রক্রিয়ায় তাদের না রাখা এবং সীমিত তথ্যের ভিত্তিতে পুরো প্রক্রিয়া হচ্ছে বলে মন্তব্য করেছিল। পাশাপাশি রোহিঙ্গাদের স্বেচ্ছায় এবং সঠিক তথ্যের ভিত্তিতে সরানো এবং অবাধে মূল ভূখণ্ডে চলাফেরার সুযোগ নিশ্চিত করা, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবাসহ মৌলিক এবং মানবিক সব ধরনের চাহিদা ও কর্মসংস্থানের সুযোগ নিশ্চিত করার কথা বলেছিল।[১২১] কিন্তু সরকার জাতিসংঘকে অগ্রাহ্য করে ছয় দফায় প্রায় ১৯ হাজার রোহিঙ্গা শরণার্থীকে ভাসানচরে একটি আশ্রয়ণ প্রকল্পে স্থানান্তর করে। গত ৩১ মে জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক সংস্থা ইউএনএইচসিআর'এর কার্যক্রম পরিচালনা বিষয়ক সহকারী হাইকমিশনার রাউফ মাজাও এবং সুরক্ষা বিষয়ক সহকারী হাইকমিশনার গিলিয়ান ট্রিগসসহ একটি প্রতিনিধিদল ভাসানচর পরিদর্শনে যান।[১২২] দলটিকে বহনকারী হেলিকপ্টার ভাসানচরে নামার পর সেখানে রোহিঙ্গাদের একটি দল মিছিল করে হেলিকপ্টারটির দিকে এগোতে থাকেন। এই সময় পুলিশ তাঁদের বাধা দেয় এবং তাঁদের সেখান থেকে সরিয়ে দেয়ার চেষ্টা করে। এই সময়ে কয়েক হাজার রোহিঙ্গা শরনার্থী তাঁরা কষ্টে আছেন এবং কক্সবাজার ক্যাম্পে ফিরতে চান জানিয়ে বিক্ষোভ করেন।[১২৩] এঁদের মধ্যে একটি দল ইট পাটকেল নিক্ষেপ করে ভাসানচরে ওয়্যার হাউস নামে একটি ভবনের কাঁচ ভাঙচুর করেন।[১২৪] এই সময় পুলিশ তাঁদের ওপর লাঠিচার্জ করলে বেশ কয়েকজন রোহিঙ্গা আহত হন।[১২৫] ভাসানচরে বাস করা কয়েকজন রোহিঙ্গা শরণার্থী নাম প্রকাশ না করার শর্তে একটি আন্তর্জাতিক বার্তা সংস্থাকে জানিয়েছেন, জাতিসংঘের যে প্রতিনিধিদলটি ভাসানচরে গিয়েছিল, তাঁদের সঙ্গে রোহিঙ্গারা কথা বলতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ভাসানচরে অবস্থানরত প্রায় ১৯ হাজার রোহিঙ্গার মধ্যে থেকে মাত্র কয়েকজনকে 'ফোকাল পয়েন্ট' হিসেবে নিয়োগ করা হয় এবং শুধু তাঁদেরই কথা বলতে দেয়ার সিদ্ধান্ত হয়। তাঁদের অভিযোগ ভাসানচরে রোহিঙ্গাদের অনেকেই যে আর থাকতে চান না, সেখানে তাঁদের নানারকম অসুবিধার সর্ম্পূণ চিত্র ফোকাল পয়েন্টের সদস্যরা তুলে ধরেননি; কারণ তাঁরা নিয়োগপ্রাপ্ত। এই কারণে জাতিসংঘের প্রতিনিধিদের কাছে তাঁদের প্রকৃত অবস্থা কী, সেই বার্তা পৌঁছাবে না এমন আশঙ্কা থেইে তাঁরা চেয়েছিলেন শুধু ফোকাল পয়েন্ট নয়, অন্যদেরও কথা বলতে দেয়া হোক। রোহিঙ্গারা আরো অভিযোগ করেন, সেখানে নিয়ে যাওয়ার আগে তাঁদের যেসব প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল, সেগুলোর অনেকগুলোই পূরন করা হয়নি। তাঁদের মাসিক ভাতা, প্রতিটি পরিবারকে গরু দেয়ার প্রতিশ্রুতি ছিল, যা সবাইকে দেয়া হয়নি। শিশুদের পড়াশোনার জন্য কোন স্কুল তৈরি করা হয়নি। তাঁদের প্রতি মাসে খাওয়ার যে রসদ দেয়া হয়, তা ন্যূনতম কিছু সামগ্রী। তাঁদের কক্সবাজারে আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে দেয়া হবে বলেও প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল, কিন্তু তা বাস্তবায়ন করা হয়নি। তাঁদের মধ্যে খারাপ আবহাওয়া নিয়েও শঙ্কা রয়েছে। ইতিমধ্যে বৃষ্টি শুরু হয়েছে। খুব নিচু চরটিতে প্রায়শ পানি প্রবেশ করে, যা ঠেকানোর জন্য বাঁধ নির্মাণ করা হয়েছে; তার একটি ভেঙ্গে গেছে বলেও জানা গেছে। সামনে সাইক্লোন হলে কী পরিস্থিতি দাঁড়াবে, তা নিয়ে রোহিঙ্গারা চিন্তিত। ইতিমধ্যে ভাসানচর থেকে কিছু

[১২১] প্রথম আলো, ১৬ এপ্রিল ২০২১; https://www.prothomalo.com/bangladesh/**ভাসানচর-ঘুরে-দেখেনমনীয়-জাতিসংঘ**
[১২২] বাংলা ট্রিবিউন, ৩১ মে ২০২১; https://www.banglatribune.com/683183/
[১২৩] বাংলা ট্রিবিউন, ৩১ মে ২০২১; https://www.banglatribune.com/683183/
[১২৪] যুগান্তর, ১ জুন ২০২১; https://www.jugantor.com/country-news/426689
[১২৫] আল জাজিরা, ১ জুন ২০২১; https://www.aljazeera.com/news/2021/6/1/rohingya-protest-against-living-conditions-on-bangladesh-island

রোহিঙ্গা শরণার্থীর পালিয়ে যাওয়ার ঘটনা ঘটেছে।[১২৬] গত ৩১ মে জাতিসংঘ শরনার্থী বিষয়ক সংস্থা ইউএনএইচসিআর ভাসানচরে রোহিঙ্গাদের বিক্ষোভ পরবর্তী ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে এক বিবৃতিতে বলে, শরণার্থীদের সুরক্ষা ও সুস্বাস্থ্য ইউএনএইচসিআর এর অগ্রাধিকার"।[১২৭]

জাতিসংঘের প্রতিনিধিদের দেখে রোহিঙ্গাদের বিক্ষোভ। ছবি: বাংলাট্রিবিউন ৩১ মে ২০২১

৮৫. এদিকে হিউম্যান রাইটস ওয়াচ এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে যে, বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষ অনেক রোহিঙ্গা শরণার্থীকে সম্পূর্ণভাবে অবহিত করা বা সম্মতি ছাড়াই ভাসানচরে স্থানান্তরিত করেছে এবং তাঁদের মূল ভূখণ্ডে ফিরে আসতে বাধা দিয়েছে। প্রতিবেদনে বিশেষজ্ঞরা উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন যে, ভাসানচরে মারাত্মক ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের হাত থেকে রক্ষা পেতে পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নেই। দ্বীপের শরণার্থীরা অপর্যাপ্ত স্বাস্থ্যসেবা এবং শিক্ষা, চলাচলে বিধিনিষেধ, খাদ্য সংকট, জীবিকার সুযোগের অভাব এবং সুরক্ষা বাহিনীর অপব্যবহারের কথা জানিয়েছেন।[১২৮]

বাংলাদেশের পাসপোর্ট থেকে 'ইসরায়েল ছাড়া সব দেশ ভ্রমণ করা যাবে' কথাটি বাদ দিয়েছে সরকার

৮৬. বাংলাদেশের ই-পাসপোর্ট থেকে 'ইসরায়েলে ছাড়া সব দেশ ভ্রমণ করা যাবে' কথাটি বাদ দেয়া হয়েছে। এর ফলে বাংলাদেশী নাগরিকদের ইসরায়েল ভ্রমনে আর কোন বাধা রইল না। যদিও সরকার বলছে, বাংলাদেশের নাগরিকদের ইসরায়েল ভ্রমণের ওপর নিষেধাজ্ঞা বহাল আছে।[১২৯] অন্যদিকে বাংলাদেশে নিযুক্ত ফিলিস্তানের রাষ্ট্রদূত ইউসুফ এস ওয়াই রামাদান এই ব্যাপারে হতাশা প্রকাশ করেছেন। ইউসুফ এস ওয়াই রামাদান বলেন, বাংলাদেশের পাসপোর্টে এই পরিবর্তন এমন এক সময়ে আসলো যখন গাজা ও এর আশেপাশের এলাকায় ইসরায়েলী বাহিনীর নৃশংসতা অব্যাহত আছে। এটা হওয়া উচিৎ ছিল না। কারণ, ইসরায়েলী দখলদার বাহিনীর হাতে লেগে থাকা ফিলিস্তিনি শিশুদের রক্ত এখনো শুকায়নি।

---

[১২৬] বিবিসি, ৩১ মে ২০২১; https://www.bbc.com/bengali/news-57309085

[১২৭] মানবজমিন, ১ জুন ২০২১; https://mzamin.com/article.php?mzamin=276285

[১২৮] হিউম্যান রাইটস ওয়াচ, ৭ জুন ২০২১; https://www.hrw.org/news/2021/06/07/bangladesh-rohingya-refugees-island-fear-monsoon

[১২৯] প্রথম আলো, ২৫ মে ২০২১; https://www.prothomalo.com/bangladesh/**ইসরায়েল-বাদ-পড়ায়-হতাশ-ফিলিস্তিনি-দূত**

বাংলাদেশের পাসপোর্টের এই পরিবর্তন ইসরায়েলের জন্য উপহার।[১৩০] উল্লেখ্য, স্বাধীনতার পর থেকে বাংলাদেশের পাসপোর্টে 'ইসরায়েলে ছাড়া সব দেশ ভ্রমণ করা যাবে' কথাটি যুক্ত করা হয়।

মানবাধিকার কর্মকাণ্ডে বাধা

৮৭. মানবাধিকার সংগঠন *অধিকার* এর ওপর ২০১৩ সালে যে নিপীড়ন শুরু হয়েছিল তার কোন পরিবর্তন হয়নি ২০২১ সালেও। ২০১৩ সালে *অধিকার* এর সেক্রেটারি এবং পরিচালক এর বিরুদ্ধে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধিত ২০০৯) এ দায়ের করা মামলা এখনও বহাল রয়েছে। সুপ্রিমকোর্টের আপিল বিভাগ *অধিকার* এর সেক্রেটারি এবং পরিচালকের বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলাটি বাতিল করার আবেদন গত ১৪ ফেব্রুয়ারি নাকচ করে দিয়ে মামলাটি সাইবার ক্রাইম ট্রাইব্যুনালে চলার ব্যাপারে আদেশ দেয়। ২০১৪ সালে *অধিকার* সংস্থার নিবন্ধন নবায়নের[১৩১] জন্য প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীনস্থ এনজিও বিষয়ক ব্যুরোতে আবেদন করলেও ২০২১ সালের জুন মাস পর্যন্ত তা নবায়ন করা হয়নি। *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানবাধিকারকর্মীরা মানবাধিকার লংঘনের বিষয়ে সোচ্চার থাকার কারণে নজরদারির মধ্যে রয়েছেন। সরকারের বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা ও মতপ্রকাশে বাধা দেয়ার কারণে *অধিকার* তার প্রতিবেদন প্রকাশের ক্ষেত্রেও সেল্ফসেন্সরশিপ করতে বাধ্য হচ্ছে।

[১৩০] প্রথম আলো, ২৫ মে ২০২১; https://www.prothomalo.com/bangladesh/**ইসরায়েল-বাদ-পড়ায়-হতাশ-ফিলিস্তিনি-দূত**

[১৩১] ১৩ মে ২০১৯ তারিখে *অধিকার* সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে একটি রিট পিটিশন (নং. ৫৪০২/২০১৯) দাখিল করলে গত ২৫ সেপ্টেম্বর ২০১৪ সালে দাখিলকৃত অধিকারের নিবন্ধন নবায়ন আবেদন বিষয়ে এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর নিষ্ক্রিয়তা কেন আইনবর্হিভূত বলে গণ্য করা হবে না এবং কেন ২০১৫ সাল থেকে *অধিকার* এর নিবন্ধন নবায়নের ক্ষেত্রে এনজিও বিষয়ক ব্যুরোকে আইন অনুযায়ী নির্দেশনা দেয়া হবে না মর্মে আদালত এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর প্রতি একটি রুল জারি করে। এই রুলটির ব্যাপারে দুই সপ্তাহের মধ্যে এনজিও বিষয়ক ব্যুরোকে জবাব দিতে বলা হলেও ব্যুরো *অধিকার* এর নিবন্ধন নবায়নের বিষয়ে কোন পদক্ষেপ নেয়নি।

সুপারিশ

১. অবিলম্বে একটি নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অথবা জাতিসংঘের সরাসরি তত্ত্বাবধানে অবাধ, সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের মাধ্যমে একটি জবাবদিহিতামূলক সরকার গঠন করে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে। বাংলাদেশের জন্য এটি দুঃখজনক যে এখনো পর্যন্ত একটি সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন করতে পারা যায়নি।

২. সরকারের আজ্ঞাবহ ব্যক্তিদের নির্বাচন কমিশন থেকে বাদ দিয়ে কমিশন পুনর্গঠন করে নির্বাচন ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে হবে।

৩. দমনমূলক অসাংবিধানিক এবং অগণতান্ত্রিক কর্মকাণ্ড থেকে সরকারকে বিরত থাকতে হবে। বিরোধী রাজনৈতিক দল এবং ভিন্নমতাবলম্বীদের হয়রানি করা বন্ধ করতে হবে। বিরোধীদল ও ভিন্নমতাবলম্বীদের সমাবেশ করতে দিতে হবে। ক্ষমতাসীনদলের নেতা-কর্মীদের দুর্বৃত্তায়ন ও সহিংসতা বন্ধ করতে হবে।

৪. মতপ্রকাশ ও গণমাধ্যমের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে হবে। বিশেষ ক্ষমতা আইন ১৯৭৪, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধনী ২০০৯ ও ২০১৩). সন্ত্রাস বিরোধী আ্ইন ২০০৯ এবং ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ২০১৮ এবং ২০২০ সালে জারি করা এর বিধিমালাসহ সমস্ত নির্বতনমূলক আইন অবিলম্বে বাতিল করতে হবে।

৫. সরকারকে গুম, নির্যাতন ও বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড বন্ধ করতে হবে। গুম, বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড ও নির্যাতনের ঘটনাগুলোর সঙ্গে জড়িত আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর সংশ্লিষ্ট সদস্যদের বিচারের সম্মুখীন করতে হবে। গুমের শিকার ব্যক্তিদের উদ্ধার করে তাঁদের পরিবারের কাছে ফেরত দিতে হবে। নির্যাতনের শিকার ব্যক্তিদের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

৬. সরকারকে 'ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন ফর দি প্রোটেকশন অফ অল পারসনস্ ফ্রম এনফোর্সড ডিসএপিয়ারেনস্' এবং নির্যাতন বিরোধী জাতিসংঘ সনদের অপসোনাল প্রোটোকল অনুমোদন করতে হবে এবং নির্যাতন ও হেফাজতে মৃত্যু (নিবারণ) আইন ২০১৩ বাস্তবায়ন করতে হবে এবং রিমান্ডের নামে নির্যাতন বন্ধের জন্য ব্লাস্ট বনাম বাংলাদেশ মামলায় হাইকোর্ট ও আপিল বিভাগের নির্দেশনা মেনে চলতে হবে।[১৩২]

৭. নারী ও শিশুদের প্রতি সহিংসতা বন্ধে আইনের যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে দ্রুত বিচার নিশ্চিত করে অপরাধীদের শাস্তি দিতে হবে। সরকারদলীয় দুর্বৃত্ত যারা নারীদের ওপর হামলা চালাচ্ছে তাদের দায়মুক্তি দেয়া চলবে না। নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের ১০ ধারা সংশোধন করে যৌন হয়রানীর পূর্ণ সংজ্ঞা আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।[১৩৩]

৮. বাঁশখালীর গন্ডামারায় কয়লাভিত্তিক বিদুৎ কেন্দ্র নির্মাণকাজে নিয়োজিত শ্রমিকদের হত্যার ঘটনায় জড়িত ব্যক্তিদের বিচারের আওতায় আনতে হবে। শ্রমিকদের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলা প্রত্যাহার করতে হবে এবং তাঁদের ১২ দফা দাবি মেনে নিতে হবে।

৯. তৈরি পোশাক শিল্পকারখানাসহ সমস্ত কারখানায় ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার নিশ্চিত করাসহ আইএলও কনভেনশন অনুযায়ী শ্রমিকদের অধিকার বাস্তবায়ন করতে হবে। নির্মাণ শিল্পসহ অন্যান্য সেক্টরের শ্রমিকদের বৈষম্য রোধসহ তাঁদের কাজের সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে এবং তাঁদের কাজের সুষ্ঠু নীতিমালা তৈরি করতে হবে।

১০. চা-বাগান শিল্প শ্রমিকদের দাবিকৃত ন্যায্য মজুরি বাস্তবায়ন করতে হবে।

---

[১৩২] https://www.blast.org.bd/issues/justice/214-3806of1998

[১৩৩] https://www.blast.org.bd/content/judgement/BNWLA-VS-Bangladesh2.pdf

১১. মানবপাচারের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের আইনের আওতায় আনতে হবে। আর্থিক, শারীরিক ও মানসিক নিপীড়নের শিকার অভিবাসী শ্রমিকদের জন্য বিদেশে বাংলাদেশ দূতাবাসগুলোকে শ্রমিকদের সুরক্ষা পাওয়ার বিষয়টি মনিটর করার পর্যাপ্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১২. বাংলাদেশের ওপর ভারতের আধিপত্য বিস্তার বন্ধ করতে এবং বাংলাদেশের ন্যায্য দাবিগুলো ভারতকে মানতে হবে। সীমান্তে বাংলাদেশী নাগরিকদের উপর ভারতীয় বিএসএফ বাহিনী কর্তৃক হত্যা-নির্যাতনসহ সব ধরনের মানবাধিকার লঙ্ঘন বন্ধ করতে হবে এবং ভিকটিমদের ক্ষতিপূরণ দিতে ভারতকে বাধ্য করতে হবে।

১৩. রোহিঙ্গাদের পূর্ণ রাজনৈতিক ও নাগরিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করে তাঁদের প্রত্যাবাসনের ব্যবস্থা করতে হবে। ভাসানচরে স্থানান্তরিত রোহিঙ্গা শরনার্থিদের দাবিগুলো সরকারকে মেনে নিতে হবে।

১৪. *অধিকার* এর বিরুদ্ধে রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন এবং এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানবাধিকারকর্মীদের হয়রানি বন্ধ করতে হবে। *অধিকার* এর সেক্রেটারি এবং পরিচালক এর বিরুদ্ধে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধিত ২০০৯) এ দায়ের করা মামলা প্রত্যাহার করতে হবে। সরকারকে অবিলম্বে *অধিকার এর* নিবন্ধন নবায়ন করতে হবে এবং মানবাধিকার কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাওয়ার জন্য তহবিল ছাড় করতে হবে।